হজ ভিসায় জেদ্দা, মদিনা ও মক্কার বাইরে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা

সারে-জমিন

'রাস্তা চাই ব্রিজ চাই' দাবি জানিয়ে ভোট বয়কট

রূপসী বাংলা

গাজাই কি তবে বাইডেনের 'ভিয়েতনাম'

সম্পাদকীয়

অশান্তির মধ্যেই সৌহার্দ্যের ভোট জঙ্গিপুরের বুথে

সাধারণ

কোহলিকে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা নেই বাবরদের

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
৮ মে, ২০২৪
২৫ বৈশাখ ১৪৩১
২৮ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 124 ■ Daily APONZONE ■ 8 May 2024 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

উচ্চমাধ্যমিকের ফল প্রকাশিত হবে আজ

আপনজন ডেস্ক: আজ বুধবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হবে পশ্চিমবাংলায়। এদিন দুপুর একটায় আনুষ্ঠানিকভাবে ফল প্রকাশ করবেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। তার সঙ্গে থাকবেন সচিব প্রিয়দর্শনী মল্লিক। ফল প্রকাশের পর বেলা তিনটে থেকে অনলাইন ওয়েবসাইটে নিজেদের ফলাফল দেখতে পাবেন সকল পরীক্ষার্থীরা। সংসদ সূত্রে খবর, বুধবার আনুষ্ঠানিক ফল প্রকাশের পর ১০ তারিখ নিজেদের স্কুল থেকে মার্কশিট সংগ্রহ করতে পারবেন সকল পরীক্ষার্থী। এমনকী মার্কশিট পাওয়ার দিন থেকেই রিভিউ বা স্কুটিনির প্রক্রিয়াও শুরু হবে। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। সংসদের তরফে দেওয়া ওয়েবসাইটগুলি হল- http://wbresults.nic.in, www.results.shiksha, www.indiaresults.com। এছাড়াও WBCHSE Results অ্যাপটির মাধ্যমেও ফলাফল দেখতে পাবে পরীক্ষার্থীরা।

২৫,৭৫৩ শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের নির্দেশে স্থগিতাদেশ সুপ্রিম কোর্টের

আপনজন ডেস্ক: পশ্চিমবঙ্গের ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীকে স্বস্তি দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ দিয়েছে।
শীর্ষ আদালত অবশ্য কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনকে (সিবিআই) তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে এবং বলেছে প্রয়োজনে তারা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্যদেরও তদন্ত করতে পারে।
প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও মনোজ মিশ্রকে নিয়ে গঠিত বেঞ্চ সিবিআইকে তদন্ত চলাকালীন কোনও সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তারের মতো দ্রুত পদক্ষেপ না নিতে বলেছে। শীর্ষ আদালত অবশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছে, রাজ্যের যেসব শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীদের নিয়োগ হাইকোর্ট বাতিল করেছে, যদি তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছায় যে তাদের নিয়োগ অবৈধ ছিল তবে তাদের এতদিন পাওয়া বেতন ফেরত দিতে হবে। শীর্ষ কোর্ট আরও বলেছে, আমরা মনে করি, ন্যায়বিচারের স্বার্থেই বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি করা হবে। আমরা সেই অনুযায়ী নির্দেশ দিচ্ছি যে ১৬ জুলাই, ২০২৪ তারিখে শুনানি ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য কার্যক্রমটি তালিকাভুক্ত করা হোক। বেঞ্চ বলেছে, ইতিমধ্যে, আমরা ৯ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখের আদেশে এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অন্তর্বর্তীকালীন সুরক্ষা অব্যাহত রাখতে ইচ্ছুক। তবে তার কিছু শর্ত রয়েছে। যদি কোনও ব্যক্তি অবৈধভাবে নিযুক্ত হয়েছেন বলে প্রমাণিত হয় তাহলে আদালতের চূড়ান্ত রায়ে প্রদত্ত বেতনের পুরো পরিমাণ ফেরত দেওয়ার উদ্যোগ নেবে। সেই সঙ্গে বেঞ্চ বলেছে, বিষয়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে। সেটি হল দুর্নীতি করে নিয়োগেরে সঙ্গে প্রকৃত নিয়োগের বিষয়টি পৃথক করার বিষয়টি দেখতে হবে। যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে পুরো প্রক্রিয়া বাদ দিলে ভুল হবে। আদালতকে এটাও মনে রাখতে হবে, নবম-দশম শ্রেণির জন্য বিপুল সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। বেঞ্চ তার আদেশে বলেছে, এই ধরনের পৃথকীকরণ সম্ভব বলে ধরে নিলে এই আদালতকে পৃথকীকরণ নির্ধারণের পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে।
এর আগে তারা পশ্চিমবঙ্গে কথিত নিয়োগ কেলেঙ্কারিকে 'পদ্ধতিগত জালিয়াতি' বলে অভিহিত করেছিল এবং বলেছিল যে রাজ্য কর্তৃপক্ষ ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগের ডিজিটালাইজড রেকর্ড বজায় রাখতে বাধ্য।
রাজ্য সরকারের আইনজীবীদের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতি বলেন, সরকারি চাকরি খুবই দুষ্প্রাপ্য। জনগণের আস্থা চলে গেলে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাদের নিয়োগ যদি দুর্নীতি গ্রস্ত হলে মানুষ আস্থা হারাবে। কীভাবে এটা মেনে নেওয়া যাবে, সেই প্রশ্ন তোলেন। বেঞ্চ জানায়, রাজ্য সরকারের ডেটা সংরক্ষণ করার কোনও তথ্য মেলেনি। হয় আপনার কাছে ডেটা আছে অথবা যদি না থাকে তাহলে ডিজিটাইজড আকারে নথিগুলি বজায় রাখা আপনার দায়িত্ব ছিল। এখন, এটা স্পষ্ট যে কোনও তথ্য নেই।রাজ্য সরকারের আইনজীবীদের উদ্দেশে বেঞ্চ বলে, আপনাদের নজরদারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে। শীর্ষ আদালত বলেছে, এই বিষয়ে দ্রুত শুনানির প্রয়োজন ছিল এবং আবেদনগুলি ১৬ই জুলাই শুনানির জন্য তালিকাভুক্ত করেছে। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ চলমান সিবিআই তদন্তকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে এবং স্পষ্ট করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সংস্থার তদন্ত সরকারী আধিকারিক ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে কোনও দমনমূলক ব্যবস্থা ছাড়াই চলবে। রাজ্য সরকার কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী প্রবীণ আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী এবং এন কে কল হাইকোর্টের নিয়োগ বাতিলের বিরুদ্ধে সওয়াল করেছিলেন। শুনানি চলাকালীন প্রবীণ আইনজীবী দুষ্মন্ত দাভে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেন এবং হাইকোর্টের রায়ে স্থগিতাদেশ চেয়েছিলেন। বেঞ্চ বলে, মিস্টার দাভে, আমরা গঙ্গোপাধ্যায়ের আচরণ মানছি না। আমরা সকাল থেকে এখানে এসে মামলার খুঁটিনাটি কথা শুনছি। দয়া করে কিছু শালীনতা দেখান। শুনানি চলাকালীন প্রধান বিচারপতি একবার বিরক্ত হয়ে বলেন, সুশৃঙ্খল শুনানির অনুমতি দেওয়া হলে তিনি নোটিশ জারি করবেন এবং জুলাই মাসে মামলাটি শুনানির জন্য রাখবেন। আমরা এখানে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের আচরণ খতিয়ে দেখতে আসিনি।
প্রধান বিচারপতি বলেন, আইনজীবীদের মামলার বৈধতা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত নয় এবং হাইকোর্টের বিচারপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনে এখন আমল দেওয়অ হবে না। সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেন, সুপ্রিম কোর্টে ন্যায় বিচারের পর আমি বাস্তবিকই খুব খুশি এবং মানসিকভাবে তৃপ্ত। সমগ্র শিক্ষক সমাজকে জানাই আমার অভিনন্দন এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা। উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল কলকাতা হাইকোর্ট পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলিতে ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর নিয়োগ অবৈধ ঘোষণা করে।

মৃত্যুহীন ভোট মালদা-মুর্শিদাবাদে

আপনজন ডেস্ক: তৃতীয় দফার লোকসভা ভোটে মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর আসনের বিভিন্ন অংশে তৃণমূল, বিজেপি ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। প্রথম কয়েক ঘণ্টায় নির্বাচনী হিংসা, ভোটারদের ভয় দেখানো এবং পোল এজেন্টদের উপর হামলার পৃথক অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তবে, ২০১৯-এর নির্বাচনে মুর্শিদাবাদে নির্বাচনকে ঘিরে মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও এবারে কোনও মৃত্যুর খবর নেই। বলা যায় এবার মৃত্যুহীন ভোট হয়েছে। সরকারি আধিকারিকদের মতে, বিকেল ৫টা পর্যন্ত বাংলার চারটি লোকসভা আসন মালদহ উত্তর, মালদহ দক্ষিণ, জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদে ভোট পড়েছে ৭৩.৯৩ শতাংশ। মুর্শিদাবাদে ভোট পড়েছে ৭৬.৪৯ শতাংশ, যা চারটি আসনের মধ্যে সর্বোচ্চ, মালদহ দক্ষিণে ৭৩.৬৮ শতাংশ। অন্য দুটি আসন, মালদা উত্তর এবং জঙ্গিপুরে যথাক্রমে ৭৩.৩০ শতাংশ এবং ৭২.১৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। এছাড়া মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলায় বিধানসভা উপনির্বাচনে সকাল ১১টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ২৯.৩৯ শতাংশ। মঙ্গলবার তৃতীয় দফার লোকসভা নির্বাচন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন নির্বাচন কমিশনের সিইও আরিজ আফতাব। চারটে লোকসভা কেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া বড় কোনো ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাবের। ১৮৬২৪৫ জন ভোটার মালদা উত্তরে ছিলেন। মালদা দক্ষিণে ১৭৮২১৫৯ ভোটার ছিলেন। ১৮৫৩৬০ জন জঙ্গিপুরে ভোটার ছিলেন। মুর্শিদাবাদে ১৮১৮০৯৭ ভোটার ছিলেন । মোট ৭৩৩৭৬৫১ ভোটার সহ চারটে লোকসভা কেন্দ্রে ১৫৭৭৩৬ জন নতুন ভোটার।

প্রথম নজর

ভোট কর্মী ও সাংবাদিকদের ব্যালট বাক্সে ভোট গ্রহণ

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: নির্বাচনের সময় অনেক সরকারি কর্মচারী ও সাংবাদিকরা বিভিন্ন বুথে বুথে হাজির থাকতে হয় এবং তাদের ভোট দিতে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতেন। বহুদিন থেকে তারা দাবি করে আসছিলেন যে তাদের আগে থেকে কোনোভাবেই ভোটের ব্যবস্থাপনা করা ।
সেই দাবীকে মান্যতা দিয়ে সাংবাদিক এবং অন্যান্য কর্মচারী যারা ভোটের দিন বিভিন্নভাবে ব্যস্ত থাকবেন তাদের ভোটের ব্যবস্থা করা হলো বর্ধমান জেলাশাসকের অফিসে । পূর্ব বর্ধমান জেলায় শুরু হল চতুর্থ দফায় ভোট গ্রহণ। বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্র এবং বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রে চতুর্থ দফায় ভোট শুরু হল বর্ধমান জেলা শাসক দপ্তরে।
তবে এই ভোট সাধারণ মানুষদের জন্য নয় এই ভোট প্রশাসনিক দপ্তরে যে সমস্ত কর্মচারী ভোটের দিনে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে থাকবেন এবং সাংবাদিক যারা ভোটের দিন বিভিন্ন প্রান্তে ভোটের খবর সংগ্রহ করবেন তাঁদের জন্য। একেবারে সরকারি নিয়ম-বিধি মেনে ব্যালট বক্সের মাধ্যমে ভোট পর্ব চলে শান্তিপূর্ণভাবে। যেখানে নিরাপত্তার জন্য উপস্থিত ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্টরা উপস্থিত ছিলেন।

মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবসে রক্তদান শিবির

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: মঙ্গলবার কৈজুড়ী কল্যাণব্রত সংঘের পরিচালনায় “মা মনসা মন্দির প্রতিষ্ঠা দিবস ও রবীন্দ্র জয়ন্তী” উদযাপন উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়।এদিনের এই রক্তদান শিবিরে ৬০ জনের মতো স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।মন্দির কমিটির সম্পাদক অরূপ বেরা জানান,আমাদের এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে মা মনসার পূজা হয়ে আসছে এই বিশেষ দিনে।

এসএসসি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে খুশি ব্রাত্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: আদালতের রায়ে খুশি শিক্ষামন্ত্রী । আদালত যে রায় দিয়েছে তাতে আমরা খুশি, আদালত আমাদের দাবিগুলো মেনে নিয়েছে। আমি শিক্ষকদের বলবো কেউ ভেঙে পড়বেন না। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এদিন নদিয়ার কৃষ্ণনগরে তৃণমূল প্রার্থী মহুয়া মৈত্র সমর্থনে প্রচারে এসে প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মঙ্গলবার মহুয়া মৈত্রের সমর্থনে কৃষ্ণনগরের পোস্ট অফিস মোড়ে একটি জনসভা করে তৃণমূল। সেখানেই সেখানেই প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। প্রথমে তিনি তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্যে মঞ্চে বক্তব্য রাখেন।
সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, মঙ্গলবার আদালত যে রায় দিয়েছে তাতে আমরা খুশি। রাজ্য সরকার যে দাবিগুলো আদালতের কাছে রেখেছিল তা আদালত মেনে নিয়েছে। আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাশাপাশি কৃতজ্ঞতা জানাই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এরা দুজনেই সব সময় শিক্ষকদের পাশে ছিল। আজকের আদালতের রায় প্রমাণ করে দিচ্ছে সত্য কখনোই ঢাকা থাকে না। কিছু কিছু আঞ্চলিক আদালত মিডিয়ায় নিজের প্রচারে স্বার্থে পাশাপাশি বিজেপির প্রার্থী হওয়ার স্বার্থে জোরপূর্বক কিছু সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আজ তা প্রকাশ্যে চলে এলো। শিক্ষকদের বলব নিজেরদেরকে শক্ত রাখুন। আমরা সব সময় আপনাদের পাশে আছি।

চাকরি প্রতারণার দায়ে সাত বছরের কারাদণ্ড

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: হাইকোর্টের ভুয়ো বিচারপতির সাজা ঘোষণা করলেন বিচারক। ভুয়ো আই কার্ড বানিয়ে নিজেকে বিচারপতি হিসেবে পরিচয় দেওয়া ওই ব্যক্তিকে এদিন দোষী সাব্যস্ত করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের বিচারক। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লক এলাকার বাসিন্দা চন্দন মোহন্ত। তিনি নিজেকে হাইকোর্টের বিচারপতি বলে পরিচয় দিয়ে চাকরি পাইয়ে দেবার নাম করে বিভিন্ন চাকরি-প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তোলেন। এদিন বিচারক তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। বিচারক তাকে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন। পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের বিচারক। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী ঋতব্রত চক্রবর্তী বলেন ‘২০২০ সালের জুলাই মাসের ২৬ তারিখে গঙ্গারামপুর মহকুমা শাসকের দপ্তরের এক আধিকারিক অভিযুক্ত চন্দন মন্ডলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের ভুয়ো বিচারপতির পরিচয় দিয়ে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তোলার অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি একটি ভুয়ো আই কার্ড দেখিয়ে নিজেকে হাইকোর্টের বিচারপতি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায় হরিরামপুর থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পেশ করে। দীর্ঘদিন ধরে ওই মামলাটি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আদালতের ফাস্ট কোর্টের বিচারক সন্তোষ পাঠকের এজলাসে চলার পর এদিন অভিযুক্ত কে দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক।’

নলহাটির সভায় বললেন ফিরহাদ হাকিম

এই দেশে জন্মেছি, মোদি-শাহর মতো একই অধিকার আমাদেরও

সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম

আপনজন: দেশে মোদী, অমিত শাহর যতটা অধিকার, ঠিক ততটাই আমার, আপনার অধিকার। জন্মেছি দেশের মাটিতে, মৃত্যুবরণ ও করব দেশের মাটিতে। এই শিশুরা একদিন এই দেশের নাগরিক হবে। এই অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। এমনই হুঙ্কার সূরে বিজেপির প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। মঙ্গলবার নলহাটির বাঁধখোলা মোড়ের তৃণমূল কংগ্রেসের জনসভা থেকে। তিনি আরও বলেন আমরা নাগরিক থাকবো কিনা,এটা তারই ভোট। প্রধানমন্ত্রী আমাদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে বলছে। এছাড়াও এনআরসি, সিএএ নিয়ে ও ভয় দেখিয়ে ভোট করতে চাইছে বিজেপি।
বাম- কংগ্রেস জোট প্রার্থী সম্পর্কে বলেন, কংগ্রেসের মিল্টন রসিদকে যদি একটাও ভোট দেন বা আপনারা সবাই ভোট দেন, মিল্টন জিততে পারবে? কোনদিন পারবে না। কিন্তু সেটা হবে আপনার বাচ্চাদের ভবিষ্যতের পাছায় লাথ মারার সমান।এদিনের মঞ্চ থেকে প্রধান মন্ত্রীর বিভাজনের রাজনীতির চরম সমালোচনা করে বলেন দেশের প্রধান মন্ত্রী সবার প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তিনি কী বললেন, ইণ্ডিয়া জোট জিতলে দেশের সম্পদ মুসলিমদের দিয়ে দেওয়া হবে। শুধু তাই নয়, তিনি কী বললেন, হিন্দু মা বোনেদের মঙ্গলসূত্র কেড়ে নিয়ে যাদের অধিক সন্তান অর্থাৎ মুসলিমদের দিয়ে দেওয়া হবে। এটা প্রধানমন্ত্রীর মুখের ভাষা? আমি বলি, ফিরহাদ হাকিমের যদি জীবন যায় যাক, কিন্তু হিন্দু মা বোনেদের মঙ্গল সূত্রর ইজ্জত রক্ষা করার অধিকার মোদিরা কেড়ে নিতে পারবে না। বাংলা সবার। রবীন্দ্রনাথ নজরুলের বাংলাকে বিভাজিত করা যাবে না।
এদিনের সভায় এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন লাভপুরের বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, হাঁসনের বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়, রাজ্যের ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

এসডিপিআই কর্মীদের মারধরে দোষিদের গ্রেফতারের দাবিতে ধর্না

আলম সেখ ● বহরমপুর

আপনজন: সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অফ ইন্ডিয়ার বহরমপুর কেন্দ্রের প্রার্থী তথা দলের জাতীয় কমিটির সম্পাদক রুনা লাইলার প্রচারে গতকাল বহরমপুর বিধানসভা রাজধরপাড়া অঞ্চলের টিকটিকিপাড়াতে পোস্টার লাগাতে গিয়েছিল ৪ জন এসডিপিআই কর্মী, পোস্টার লাগানো দেখে রাজধরপাড়া অঞ্চল প্রধান সাইফুল সেখ তাদের পোস্টার তুলে নিতে হুমকি দেই, এসডিপিআই কর্মীরা ঝামেলা না করে পোস্টার তুলে নিয়ে চলে আসতে চাইলে তাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে বাঁশ দিয়ে বেধড়ক মারধর করে ১০ জন তৃণমূল কর্মী এমনটাই জানান গুরুতর আহত হওয়া এসডিপিআই কর্মী রানা শেখ। তড়িঘড়ি তাদেরকে বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সাথে সাথে হাজির হন প্রার্থী রুনা লাইলা, চিকিৎসা চলাকালীন বুথ পরিদর্শন বন্ধ করে হাসপাতালে হাজির হন এসডিপিআই-এর মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী তথা দলের রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম। হাজির হওয়ার পূর্বেই বহরমপুর লোকসভা পুলিশ পর্যবেক্ষককে ফোন করেন তায়েদুল ইসলাম যার ফলে তড়িঘড়ি পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঘটনার তদন্ত করতে।
আহতদের হাসপাতাল থেকে বহরমপুর পুলিশ স্টেশন নিয়ে যাওয়া হয়,অভিযোগ দাখিল করার জন্য , সেখানে তৃণমূল অঞ্চল প্রধান সাইফুল সেখ সহ মোট ১০ জন কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানানো হয়। পুলিশ গ্রেফতারের আশ্বাস দিলেও গ্রেফতার করতে যাওয়া পুলিশরা খালি হাতে ফিরে আসে, তাদের দেখে পুলিশ স্টেশনের সামনেই ধর্ণায় বসে যান এসডিপিআই-এর রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলাম, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক হাকিকুল ইসলাম, জাতীয় সম্পাদিকা তথা বহরমপুরের প্রার্থী রুনা লাইলা, জাতীয় কমিটির সদস্য ডঃ সাদিয়া সায়েদা সহ আরো নেতা কর্মীরা।
তৃণমূল সরকার তথা মমতা ব্যানার্জির রাজনীতিকে গুন্ডারাজ বলে আখ্যায়িত করেন ডঃ সাদিয়া সায়েদা, মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকারে কেড়ে নিয়ে যেমনভাবে পঞ্চায়েত দখল করে থাকে তৃণমূল একই রকম মাস্তানি করে লোকসভা আসন দখল করতে চাই তৃণমূল এমনটাই ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রার্থী রুনা লাইলা।
পরিশেষে বহরমপুর থানার আই সি দলের রাজ্য সভাপতি তায়েদুল ইসলামকে গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে ধর্না প্রত্যাহার হয়।

সমাজসেবায় মলয় পীটকে ডক্টরেট প্রদান

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: সামাজিক উন্নয়ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ, দিল্লির প্রখ্যাত সক্রেটিস সামাজিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় ড. মলয় পীটকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করেছে। এই শুভক্ষণে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা পরিষদের প্রধান, আচার্য শ্রী ডঃ সুরজ কুমার পাঠক, ত্রিপুরা এসে সম্মানটি প্রদান করেন। এছাড়াও, মলয় পীটকে “আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সম্মাননা ২০২৪” দিয়ে সম্মানিত করা হয়। উল্লেখ্য, সক্রেটিস সামাজিক গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সোসাইটিজ সোসাল রিসার্চ ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টের সহযোগী সদস্য হিসেবেও স্বীকৃতি দিয়েছে।এই সম্মাননাটি সামাজিক ক্ষেত্রে ডঃ মলয় পীটের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার স্বাক্ষর বহন করে। তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীন ট্রাস্ট মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়নে কাজ করে চলেছে। এই সম্মাননা কেবল তাঁরই নয়, সামাজিক উন্নয়নে নিবেদিতপ্রাণ সকলের।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

প্রাচীন বাড়ির একাংশ ভেঙে মৃত্যু বৃদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার লিলুয়া কোনা চৌধুরীপাড়ায় একটি প্রাচীন বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। মৃতার নাম মমতা চৌধুরী (৭৫)। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে ওই বৃদ্ধা যখন ঘুমোচ্ছিলেন তখন জীর্ণ বাড়ির ছাদের চাঙর ভেঙে পড়ে। দুর্ঘটনার সময় বৃদ্ধা যে ঘরে শুয়েছিলেন তার পাশের ঘরেই ঘুমোচ্ছিলেন বৃদ্ধার স্বামী বারীন চৌধুরী। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে বৃদ্ধার স্বামী দেখেন তাঁর স্ত্রী চাপা পড়ে রয়েছেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় লিলুয়া থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, গতকাল সন্ধ্যের ব্যাপক ঝড়বৃষ্টির কারণেই রাতে বাড়ির ওই অংশ কোনওভাবে ভেঙে পড়ে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। এলাকার মানুষের বক্তব্য বাড়িটি পুরনো হওয়াতেই এই বিপত্তি।

দুই মহিলার একই বুথ, নাম এক নিয়ে বিভ্রাট

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: দুই মহিলার নাম এক। গ্রামও এক।তাদের ভোটকেন্দ্র একই বুথে। আর সেখানেই এক নামের দুই ভোটার একে অপরের ভোটদান করে চলে এলেন। দুজনের স্বামীর নাম আলাদা, ভোটিং সিরিয়াল নাম্বারও আলাদা থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র ভোট কর্মীদের ভুলেই এই ঘটনা ঘটল হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার ১৯৬ নম্বর বুথ গাংনদীয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকারই এক মহিলা শিউলী খাতুন নামে সকালে ভোট দিতে আসেন তারপর তিনি ভোট দিয়ে চলে যাওয়ার পরে অপর আরেক শিউলি খাতুন ভোট দিতে এসে আটকে যান। পোলিং অফিসাররা জানান, তার ভোট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু শিউলি জানান, তিনি এর আগে তো ভোট দিয়ে যাননি। তারপরেই দ্বিতীয় শিউলী খাতুনের স্বামীর সঙ্গে বচশা বেধে যায় ওই বুথের ভোট কর্মীদের সঙ্গে। নিরাপত্তা রক্ষীরা এই গন্ডগোল থেকে ছুটে আসেন। এরপরই ভোটার লিস্ট মিলিয়ে দেখা যায় ওই বুথে আরেকজন শিউলি খাতুন রয়েছেন।
আর সেখানেই ভুলটা ঘটেছে। লিস্ট মিলিয়ে দেখা যায় প্রথমে আসা শিউলি খাতুন দ্বিতীয় শিউলি খাতুনের জায়গায় ভোট দিয়ে চলে যান। আর নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা ভোটকর্মীরা সেই ভুলটা লক্ষ্য করেননি। আর এর জেরেই কার্যত বিপাকে পড়েন পরে আসা শিউলী খাতুন। দ্বিতীয় শিউলি খাতুন বলেন আমি ভোট দিতে আসি। কিন্তু পোলিং অফিসাররা আমাকে জানান আমার ভোট হয়ে গিয়েছে।তখনই আমি প্রতিবাদ করি। এরপরই প্রথমে আসা শিউলী খাতুনকে ডেকে পাঠানো হয় তারপরে ভুল শোধরানো হয়।’

‘রাস্তা চাই ব্রিজ চাই’ দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ, ভোট দিল না গ্রামবাসীরা

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: রাস্তা চাই ব্রিজ চাই এই স্লোগান কে সামনে রেখে অবস্থান বিক্ষোভ রাস্তা পলে ভোট দেব, ভোট বয়কট । হবিবপুর ব্লকের মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধাকান্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ১২২ নম্বর বুথ, সাড়ে তেরোশো ভোটার। সকাল ৭টা থেকে ১২ টা বেজে গেলেও এখনো এই ভোটকেন্দ্রে কোনও ভোট পড়েনি। যদিও এ ঘটনার খবর পেয়ে, মঙ্গলপুরা গ্রাম পঞ্চায়েতের রাধাকান্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ১২২ নম্বর বুথে নির্বাচন কমিশনের তরফে আসেন সদর এস ডি ও সহ হবিবপুর ব্লকের বিডিও ঘটনা স্থলে আসেন তাদের ভোট দানের জন্য আবেদন করলে তাদের দাবি একটাই রাস্তা ও ব্রিজ চাই। দীর্ঘ সময় তারা বোঝাবার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন। তারা ফিরে চলে যান। এরপর মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ ইভিএম মেশিন সহ ভোট কর্মীদের নিয়ে আসার সময় পুলিশ আফিসার সহ পুলিশ কর্মীর উপর হামলা চালায় গ্রামবাসীরা।পুলিশ কর্মীদের অভিযোগ ভোট কর্মী সহ পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছুঁড়ে আক্রমণ করে গ্রামবাসীরা। ঘটনাস্থলে এক পুলিশ অফিসারের মাথায় আঘাত লাগে। হবিবপুর থানার এক মহিলা এ এস আই মাথা ও হাতে চোট লাগে। তারা দুজনেই বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করতে আসেন। বেশ কয়েকজন ভোট কর্মী ও আহত হন। পাশাপাশি সরকারি অফিসার সহ পুলিশ কর্মীদের গাড়ি ও ভাঙচুর করে গ্রামবাসীরা।
এ নিয়ে এলাকা থমথমে রয়েছে। পুলিশ এই আক্রমণের ঘটনায় মামলা রুজু করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে,এলাকায় কোন উন্নয়ন হয়নি তাই ভোট না দিয়ে গ্রামের মহিলারা অনশনে বসেন ।যতক্ষণ ভোট চলবে ততক্ষণ তারা অনশন চালিয়ে যাবেন।বুথে ভোট কর্মীরা রয়েছেন। কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশ রয়েছেন কিন্তু এলাকার কেউ ভোট দেবেন না।এলাকায় উন্নয়নের দাবিতে বুথের সামনেই হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে অনশনে বসেন গ্রামের মহিলারা। ১৩৮১ ভোটার তারা মঙ্গলবার ভোট দিলেন না। ঘটনাস্থলে হবিবপুরের সেক্টর অফিসারও যান।

‘জয় ইনশাআল্লাহ সময়ের অপেক্ষা’, মনোনয়নের পর দাবি হাজি নুরুলের

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন: মনোনয়নপত্র জমা দিলেন সপ্তম পর্যায়ের বসিরহাট লোকসভা নির্বাচনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলাম । মঙ্গলবার জেলা শাসকের দপ্তরে তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন দাখিলকে কেন্দ্র করে বসিরহাটের তৃণমূল কংগ্রেস নেতাকর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি এবং উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মত। বসিরহাটের বিভিন্ন এলাকা থেকে স্থানীয় নেতৃত্বদের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এসে জমায়েত হয় বারাসাত কাছারি ময়দানে। জেলা শাসকের দপ্তরে মনোনয়ন পেশ করে হাজী নুরুল ইসলাম বেরিয়ে আসতেই ফুলের মালা পরিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন তৃণমূল সমর্থকরা।
আপনজন প্রতিনিধিকে হাজী নুরুল জানান, ‘জয় ইনশাল্লাহ সময়ের অপেক্ষা, আমরা মার্জিনটা বাড়ানোর চেষ্টা করছি। আমি কাউকে গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে আসিনি তবুও যে মানুষের উচ্ছ্বাস ছিল তা চোখে পড়ার মত।’ প্রচারে নেই হাজী নুরুল বিরোধীদের এমনই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। বলেন, ‘হাজী নুরুল ইসলাম সন্দেশখালি থেকে হিঙ্গলগঞ্জ, বাদুড়িয়া থেকে মিনাখা ঘুরে বেড়াচ্ছে, মিছিল মিটিং কর্মীসভা সবকিছুতেই উপস্থিত থাকছি, যারা দেখতে পাচ্ছে না তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার নেই ভোটের রেজাল্টে দেখতে পাবে।’ বসিরহাটে তৃণমূলের সংগঠন এবং লোকসভা ভোটে তৃণমূলের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হাজী নুরুল ইসলাম জানান, ‘আমি বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি, আমাদের সংগঠন শক্তিশালী। গত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে বসিরহাট সাংগঠনিক জেলায় ৯২ টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৯১ টি পঞ্চায়েতে আমরা জয়ী হয়েছিলাম । এছাড়া সমস্ত জেলা পরিষদ আসন, পঞ্চায়েত সমিতি এবং পৌরসভায় তৃণমূল ক্ষমতায় রয়েছে । সকলেই নির্বাচনী লড়ায়ে ময়দানে নেমে পড়েছে। আমি ব্যাপক ব্যবধানে জিতব’ বলেও মন্তব্য করেন হাজী নুরুল ইসলাম।
এ দিন অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্বদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সরোজ ব্যানার্জি, দেবেশ মন্ডল, রফিকুল ইসলাম, একেএম ফারহাদ, সপ্তর্ষী ব্যানার্জী, বোরহানুল মোকাদদিম লিটন, এটিএম আবদুল্লাহ, সেখ রবিউল ইসলাম সহ বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা, ব্লক এবং আঞ্চলিক স্তরের একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ব।

সত্যের জয় হবে, কোর্ট কোর্ট থেকে বেরনোর মুখে বললেন শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট

আপনজন: উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমা আদালত থেকে জেলের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাবার সময় কোর্ট লকআপ থেকে থেকে যখন বার হচ্ছিল শেখ শাহজাহান সেই সময় নিজের মেয়েকে দেখে জড়িয়ে ধরে আদর করেন তিনি । পুলিশ ভ্যানে ওঠার পর পরিবারের সাথে কথা বলতে বলতেই তিনি বলেন সব সত্য সামনে আসবে । সত্যের জয় একদিন হবে ।পাশাপাশি জয় বাংলা স্লোগান দেন তিনি।শেখ শাহাজান শেখ আলমগীর পরবর্তী শুনানি আগামী ১০ তারিখ বসিরহাট মহাকুমা আদালতে। শেখ শাহজাহানকে মঙ্গলবার বিকেলে পাঁচটার সময় বসিরহাট আদালতের লক আপ থেকে যখন বার করা হয় শেখ শাহজাহান নিজের মেয়েকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে দেখা যায়। পাশাপাশি গাড়িতে উঠে শেখ শাহজাহান বলেন, চিন্তা কোরো না। সবাই ভালো থাকো। সত্যের জয় অবশ্যই হবে। শাহাজানের মেয়ে বলে আমার আব্বু আবার ফের ফিরে আসবে। সত্যের প্রমাণ হবে। বাবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মেয়েও একই কথা বলেন সত্যের জয় হবে। উনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়। পাশাপাশি সন্দেশখালির মানুষের সঙ্গে কথা হয় শাহজাহানের। শাহাজাহান বলেন সবাই ভালো থেকো। চিন্তা করো না। সত্যের জয় অবধারিত। পাশাপাশি সন্দেশখালির মানুষ শেখ শাহজাহানকে উদ্দেশ্য করে জয় বাংলা স্লোগান দিতে থাকেন সকলে আদালত চত্বরে।

প্রথম নজর

হজ ভিসায় জেদ্দা, মদিনা ও মক্কার বাইরে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা

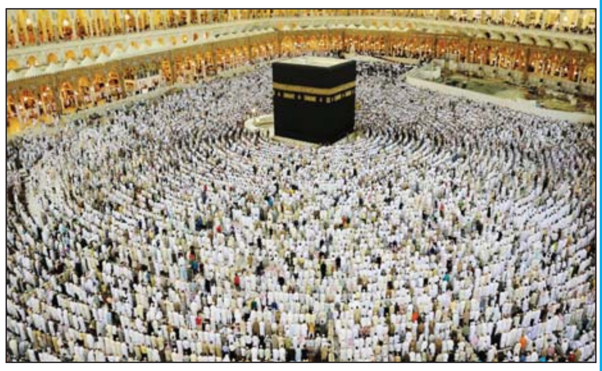

আপনজন ডেস্ক: হজ ভিসা-সংক্রান্ত নতুন বিধিনিষেধ ঘোষণা করেছে সৌদি আরব। দেশটি বলছে, এই ভিসা নিয়ে জেদ্দা, মদিনা ও মক্কা শহরের বাইরে ভ্রমণ করা যাবে না। খবর গালফ নিউজ।
সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় বলেছে, হজ ভিসা শুধু হজ মৌসুমের জন্য বৈধ। হজ ভিসার মাধ্যমে হজযাত্রীরা শুধু পবিত্র হজের আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে পারবেন।
সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয় বলেছে, হজ মৌসুমে এই ভিসার মাধ্যমে শুধু জেদ্দা, মদিনা ও মক্কা শহরে চলাচল করা যাবে। নির্ধারিত শহরের বাইরে ভ্রমণের জন্য এই ভিসা বৈধ হবে না। এ ছাড়া এই ভিসা সে দেশে কাজ করা বা বসবাসের জন্যও বৈধ হবে না।
সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের ঘোষণার বরাত দিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, এই বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হতে পারে, তা ছাড়া ভবিষ্যতে আর হজে আসা নিষিদ্ধ করা হতে পারে।

সাংবাদিকতার ‘নোবেল’ পুলিৎজার পেল রয়টার্স, ওয়াশিংটন পোস্ট ও নিউইয়র্ক টাইমস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকায় চলমান যুদ্ধের ভয়াবহ চিত্র ছবির মাধ্যমে তুলে ধরে এ বছর সাংবাদিকতার ‘নোবেল’ হিসেবে খ্যাত পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স। এছাড়া তিনটি করে পুরস্কার পেয়েছে প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট ও দ্য নিউইয়র্ক টাইমস।
সোমবার পুলিৎজার পাওয়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করা হয়। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির একটি বোর্ড প্রতিবছর পুরস্কার ঘোষণা করে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পর্যায়ে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পুলিৎজার পুরস্কার সাংবাদিকতার ‘নোবেল’ হিসেবে খ্যাত। ১৯১৭ সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে। সাংবাদিকতা ছাড়াও সাহিত্য, সংগীত ও নাটকে বিশেষ অবদানের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটির একটি বোর্ড প্রতিবছর পুরস্কার ঘোষণা করে। এবারের পুলিৎজার পাওয়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নাম ঘোষণা করা হয়েছে সোমবার।
এবার পুলিৎজারের ‘ব্রেকিং নিউজ ফটোগ্রাফি’ বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে গাজা সংঘাত নিয়ে রয়টার্সের বেশ কয়েকটি ছবি। এর মধ্যে একটি তোলা আলোকচিত্রী মোহাম্মদ সালেমের। তাতে দেখা যায়, গাজায় নিহত পাঁচ বছরের এক শিশুর মরদেহ জড়িয়ে ধরে আছেন এক ফিলিস্তিনি নারী। শিশুটি তার পরিবারের সদস্য।
ছবিটি এ বছর সম্মানজনক ‘ওয়ার্ল্ড প্রেস ফটো অব দ্য ইয়ার’ পুরস্কারও পেয়েছে। এছাড়া ইলন মাস্কের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করায় ‘ন্যাশনাল রিপোর্টিং’ বা ‘জাতীয় বিষয়াদি নিয়ে প্রতিবেদন’ বিভাগে পুরস্কার পেয়েছে রয়টার্স। ‘দ্য মাস্ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স’ শিরোনামে ধারাবাহিক ওই প্রতিবেদনে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন স্পেসএক্স, নিউরালিংক ও টেসলায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অনিয়ম তুলে ধরা হয়েছে। রয়টার্সের পাশাপাশি ন্যাশনাল রিপোর্টিং বিভাগে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হয়েছে ওয়াশিংটন পোস্টও। যুক্তরাষ্ট্রের এআর-১৫ রাইফেল এবং দেশটিতে বিভিন্ন বন্দুক হামলায় এই অস্ত্রের ভূমিকা নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল সংবাদমাধ্যমটি। এছাড়া ‘এডিটোরিয়াল রাইটিং’ (সম্পাদকীয়) ও ‘কমেন্টারি’ (মতামত) বিভাগেও পুরস্কার জিতেছে ওয়াশিংটন পোস্ট।

সীমান্তে দখলদার ট্যাংক, রাফাহ ক্রসিং দিয়ে ত্রাণ সরবরাহ বন্ধ

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী রাফাহর পূর্ব দিকে আগ্রাসন চালিয়ে ক্রসিংয়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। আলজাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজার প্রধান ক্রসিংটি ফিলিস্তিনের দিক থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে ফিলিস্তিনিরা এখন গাজায় আটকা পড়ে গেছে।
আলজাজিরার প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, ইসরায়েলি সামরিক ট্যাংকগুলো রাফাহ ক্রসিংয়ে অবস্থান নিয়েছে। সেখানের কিছু ছবিতে দেখা গেছে ক্রসিংয়ের পাশ দিয়ে ট্যাংকগুলো চলছে। এই পরিস্থিতি ধ্বংসাত্মক কারণ, রাফাহ ক্রসিং কেবল গাজায় প্রবেশ বা বের হওয়ার পথ নয়। যুদ্ধের শুরুর পর থেকেই গাজায় প্রবেশের জন্য মানবিক সহায়তার প্রধান পথ ছিল। এ ছাড়া ইসরায়েলের এই সীমিত অভিযানের সময়ে ফিলিস্তিনিরা এলাকা ছাড়তে পারবে না। মূলত গাজার এই শহরটি এখন ১৪ লাখেরও বেশি বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনির আশ্রয়স্থল। ক্রসিংয়ে অভিযানের সময় হামাস যোদ্ধা এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্যাপক গুলি বিনিময় হয়েছে। পাশাপাশি একটি তীব্র বোমা হামলাও চালানো হয়েছে।

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা পক্ষে বিক্ষোভ ছড়িয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫ রাজ্যে

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫টি রাজ্যের প্রায় ১৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়েছে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি যুদ্ধের অবসান ও মার্কিন সমর্থন প্রত্যাহারের দাবিতে কয়েক সপ্তাহ ধরে চলা ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের জেরে স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান বাতিল করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের নিরাপদ রাখতে ছোট পরিসরে এই অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আগামী ১৫ মে থেকে স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির তথ্য অনুযায়ী, গত এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভের শুরু হয়। এরপর থেকে এই বিক্ষোভ ওয়াশিংটন ডিসিসহ যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫টি রাজ্যের প্রায় ১৪০টি কলেজে ছড়িয়ে পড়েছে।
নিউইয়র্ক সিটি বিশ্ববিদ্যালয় বলেছে, স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে শিক্ষার্থী নেতাদের সঙ্গে আলোচনার পর তারা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। গত কয়েক সপ্তাহের ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভ সমাবেশের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজনের পরিকল্পনা ব্যাহত হয়েছে।
সোমবার এক বিবৃতিতে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় বলেছে, ‘‘আমাদের শিক্ষার্থীরা জোর দিয়ে বলেছেন যে, এসব ছোট্ট পরিসরে, স্কুল-ভিত্তিক স্নাতক সমাপনী উদযাপন অনুষ্ঠান তাদের ও তাদের পরিবারের জন্য অত্যন্ত অর্থবহ।’’
‘‘শিক্ষার্থীরা করতালি আর পরিবারের গর্বের মুহূর্তের মধ্য দিয়ে মঞ্চ পেরিয়ে যাওয়ার জন্য মুখিয়ে আছে। একই সঙ্গে স্কুলে আমন্ত্রিত অতিথি বক্তাদের কাছ থেকে বক্তৃতা শোনার অপেক্ষায় রয়েছে তারা। ফলে আমরা আমাদের সক্ষমতা অনুযায়ী স্কুলের অনুষ্ঠানগুলোতে ও সেগুলো নিরাপদ, সম্মানজনক এবং সুচারুভাবে পরিচালনার ওপর মনোযোগ দেবো।’’
মার্কিন বার্তা সংস্থা এসোসিয়েটেড প্রেস বলছে, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শুরু হওয়া বিক্ষোভ থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় আড়াই হাজার শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গত সপ্তাহে আপার ম্যানহাটনে অবস্থিত কলাম্বিয়ার একটি ক্যাম্পাস থেকে ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য পুলিশ ডাকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরে সেখান থেকে শতাধিক বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
বিক্ষোভকারী শিক্ষার্থীরা কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হ্যামিল্টন হলের দখল নিয়ে গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত ৬ বছর বয়সী ফিলিস্তিনি কন্যাশিশু হিন্দের নামে হলটির নামকরণ করেছে। ১৮ এপ্রিল কলেজ কর্তৃপক্ষ মর্নিংসাইড এলাকায় কলাম্বিয়ার আরেকটি ক্যাম্পাসে পুলিশ পাঠিয়ে আরও শতাধিক শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করায়।
কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিউইয়র্ক পুলিশকে আগামী ১৭ মে পর্যন্ত ক্যাম্পাসে অবস্থানের আহ্বান জানিয়েছে। এদিকে, ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়ায় (ইউএসসি) অবস্থান কর্মসূচি পালন করা ফিলিস্তিনপন্থী শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাস থেকে সরিয়ে দিকে লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশকে ডাকে। সেখান থেকে বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দেওয়ার পরদিন কলাম্বিয়া কর্তৃপক্ষ ইউএসসির স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান বাতিলের ঘোষণা দেয়। তবে ওই ক্যাম্পাস থেকে কোনও বিক্ষোভকারীকে গ্রেপ্তার করেনি পুলিশ।
রোববার এক বিবৃতিতে ইউএসসির প্রেসিডেন্ট ক্যারোল ফল্ট বলেছেন, শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচির কারণে ক্যাম্পাসে পরীক্ষা এবং স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি ব্যাহত হওয়ায় ওই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। একই দিন পুলিশের উপস্থিতিতে বোস্টনের ফেনওয়ে পার্ক এলাকায় নর্দার্নইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির স্নাতক সমাপনী অনুষ্ঠান শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন করা হয়েছে।

যুদ্ধবিরতির আরো প্রচেষ্টা চাই: গুতেরেস

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের আগ্রাসন চলছে সাত মাস ধরে। এরই মধ্যে গাজায় যুদ্ধবিরতি ও বন্দিদের মুক্তির জন্য একটি চুক্তিতে সম্মত হয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস। তবে এরপরও গাজায় যুদ্ধবিরতি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কেননা সোমবার রাতে গাজার দক্ষিণের রাফাহ শহরে হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল।
এদিকে, গাজা উপত্যকায় যুদ্ধে ‘বর্তমান দুর্ভোগ বন্ধ করার’ লক্ষ্যে সোমবার ইসরায়েল ও হামাসকে যুদ্ধবিরতি সই করার জন্য ‘আরো প্রচেষ্টা চালানোর’ আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস।
জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিক এক বিবৃতিতে বলেছেন, গাজার দক্ষিণে জনাকীর্ণ শহর রাফাহতে ইসরায়েলি আসন্ন সামরিক অভিযানের ব্যাপারে মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ‘গভীর উদ্বেগ’ প্রকাশ করেছেন।
আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী হামাস সোমবার মধ্যস্থতাকারীদের কাছ থেকে আসা গাজা যুদ্ধবিরতির একটি প্রস্তাবে সম্মত হয়েছে। কিন্তু ইসরায়েল বলেছে, এই প্রস্তাবের শর্তগুলো তাদের দাবি পূরণ করেনি এবং চুক্তির বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনার পাশাপাশি রাফায় হামলার ঘোষণা দিয়েছে।
ইসরায়েল বলেছে,আমাদের জিম্মিদের মুক্তি এবং যুদ্ধের অন্যান্য লক্ষ্য অর্জন এগিয়ে নিতে হামাসের ওপর সামরিক চাপ দেওয়ার জন্য তারা ইতোমধ্যে রাফাহতে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।

রাফায় বিপদে ৭ লাখ ফিলিস্তিনি নারী

আপনজন ডেস্ক: গাজার দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর রাফায় ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের কারণে প্রায় ৭ লাখ ফিলিস্তিনি নারী বিপদে পড়েছে। কয়েক মাস ধরে চলমান ইসরায়েল-হামাস যুদ্ধে প্রাণ বাঁচাতে দক্ষিণাঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল তারা। ইউএন উইমেন সতর্ক করে বলেছে, রাফায় সামরিক অভিযান তাদের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে দেবে।
ইউএন উইমেনের নতুন তথ্য অনুযায়ী, রাফার জনসংখ্যা ৫ গুণ বেড়ে আড়াই লাখ থেকে ১৪ লাখে পৌঁছেছে। ইসরায়েলের স্থল আক্রমণে সেখানে আশ্রয় নেয়া ফিলিস্তিনি নারী ও মেয়েদের হতাহত হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেবে।
গত সোমবার রাফার কিছু অংশের বাসিন্দাদের সরে যেতে বলে ইসরায়েল। মঙ্গলবার ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী মিশর সীমান্তঘেঁষা রাফা ক্রসিংয়ের নিয়ন্ত্রণ নেয়। এই সীমান্তপথকে গাজায় বসবাসকারী ফিলিস্তিনিদের জন্য ‘লাইফ লাইন’ বিবেচনা করা হয়।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু রাফায় সেনা অভিযান চালানোর অঙ্গীকার করেছেন।
ইউএন উইমেন বলছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ১০ হাজারেরও বেশি নারীকে হত্যা করা হয়েছে, যার মধ্যে ৬ হাজার মা। তারা ১৯ হাজার এতিম শিশু রেখে গিয়েছেন।
ইউএন উইমেনের নির্বাহী পরিচালক সিমা বাহৌস বলেন, গাজার অন্যান্য অংশের মতো রাফায়ও নারী এবং মেয়েরা ক্রমাগত হতাশা ও ভীতির মধ্যে রয়েছে। ইসরায়েলের স্থল আক্রমণ আরও হাজার হাজার বেসামরিক লোককে হত্যা এবং লাখ লাখ লোককে পালিয়ে যেতে বাধ্য করার ঝুঁকি তৈরি করবে।
এক জরিপের সূত্রে ইউএন উইমেন জানিয়েছে, ৯৩ শতাংশ ফিলিস্তিনি নারী বাস্তুচ্যুত স্থানে অনিরাপদ বোধ করছেন। ৮০ শতাংশেরও বেশি ফিলিস্তিনি নারী ভুগছেন বিষন্নতায়। ৬৬ শতাংশ ফিলিস্তিনি নারী বলছেন, তারা ঘুমাতে পারছেন না এবং ৭০ শতাংশেরও বেশি ফিলিস্তিনি নারী বলছেন তারা দুঃস্বপ্ন দেখছেন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

৫ম বারের মতো প্রেসিডেন্টের শপথ নিলেন পুতিন

আপনজন ডেস্ক: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে আবারো শপথ নিয়েছেন ভ্লাদিমির পুতিন। মঙ্গলবার দুপুরে মস্কোর গ্র্যান্ড ক্রেমলিন প্যালেসের সুসজ্জিত সেইন্ট অ্যান্ড্রু হলে শপথ নেন তিনি। গত মার্চে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৮৭ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হওয়ার পর মঙ্গলবারের শপথ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে টানা পঞ্চমবারের মতো রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হলেন ৭১ বছর বয়সী এই নেতা। সরকারি-বেসরকারি সব টেলিভিশন চ্যানেল সরাসরি এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্প্রচার করেছে। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে রুশ সরকারের সব উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ও বিদেশি কূটনীতিকদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। মস্কোতে নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত পিয়েরে লেভিকেও নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছিল এবং তিনি উপস্থিত ছিলেন। তবে পোল্যান্ড, জার্মানি এবং চেক রিপাবলিকের রাষ্ট্রদূতদের অনুষ্ঠানে দেখা যায়নি। তিন দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইউক্রেনে রুশ বাহিনীর ‘অন্যায়’ অভিযানের প্রতিবাদ হিসেবে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নিজ নিজ রাষ্ট্রদূতদের না যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
প্রসঙ্গত, ১৯৯৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবিতে একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দেন ভ্লাদিমির পুতিন । পরে তৎকালীন রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলেৎসিনের বদন্যতায় ১৯৯৯ সালে প্রথমাবরের মতো রাশিয়ার অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট হন তিনি। ওই বছর পুতিনের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করে রাজনীতি থেকে অবসরে গিয়েছিলেন ইয়েলেৎসিন।
পরে ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ৫৩ শতাংশ ভোট পেয়ে প্রথমবারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেতেন পুতিন। ২০০৪ সালের নির্বাচনে ৭১ দশমিক ৩ শতাংশ ভোট পেয়ে ফের প্রেসিডেন্ট হন। যুক্তরাষ্ট্রের মতো রাশিয়ার সংবিধানেও কোনো ব্যক্তি দুই মেয়াদের বেশি প্রেসিডেন্ট পদে থাকার অনুমতি ছিল না। তাই ২০০৮ সালের নির্বাচনে নিজের বিশ্বস্ত অনুসারী দিমিত্রি মেদভেদেভকে তিনি প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করান এবং নিজে প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হন। সেই নির্বাচনে মেদভেদেভ এবং পুতিন– উভয়ই জয়ী হয়েছিলেন।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৩২ মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.১০ মি.

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৩২	৪.৪৯
যোহর	১১.৩৮	
আসর	৪.০৮	
মাগরিব	৬.১০	
এশা	৭.২৭	
তাহাজ্জুদ	১০.৫২	

চিনে হাসপাতালে ছুরি হামলা, নিহত ২

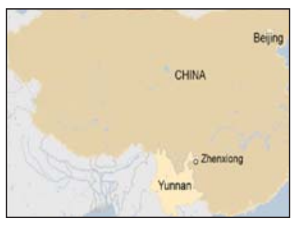

আপনজন ডেস্ক: চীনের দক্ষিণপশ্চিমাঞ্চলীয় ইউনান প্রদেশের ঝেনজিয়ং পিপলস হাসপাতালে ছুরি হামলায় অন্তত দুইজন নিহত হয়েছেন। এই হামলার ঘটনায় আরো বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। চীনা সংবাদমাধ্যম দ্য পেপারে প্রকাশিত ছবিতে দেখা যায়, হাসপাতালে কালো পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি ছুরি হাতে একের পর এক লোকজনের দিকে ছুটে যাচ্ছেন আর আঘাত করছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভবন ধসে আটকা অর্ধশতাধিক, নিহত ৩

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্মাণাধীন একটি পাঁচ তলা ভবন ধসে ৩ জন নিহত হয়েছে। ওয়েস্টার্ন কেপ টাউনের পূর্ব উপকূলীয় জর্জ শহরে স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে ভয়াবহ এ ঘটনা ঘটে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়েছে কমপক্ষে ৫৩ জন। জর্জ শহর কর্তপক্ষ এই সংখ্যা ৫১ জন বলে উল্লেখ করেছে।
খবর সিএনএন’র।
ভবনটি ধসে পড়ার সময় সেখানে ৭৫ নির্মাণ শ্রমিক উপস্থিত ছিল বলে এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার জর্জ শহরে নির্মাণাধীন একটি বহুতল ভবন ধসে তিনজন নিহত হয়েছে। জীবিতদের সন্ধানে উদ্ধার তৎপরতা চলছে।
আজ মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে কেপ টাউনের পূর্ব উপকূলীয় শহর জর্জের মিউনিসিপ্যালিটি বলেছে, ‘ইতিমধ্যে ঘটনাস্থল থেকে ২৪ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।’ রয়টার্সের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গেছে, সোমবার বিকেলে ভবনটি ভেঙে পড়ে এবং চারিদিকে ধুলো উড়তে থাকে।
স্থানীয় কাউন্সিলর থেরেসা জেই ঘটনাস্থলে সাংবাদিকদের বলেন, “আমি দেখেছি একজন লোক সেখানে কাজ করছে এবং তারপর চোখের সামনে দেখলাম দেখলাম পুরো বিল্ডিং ভেঙে পড়েছে... আমি এটা দেখে স্তম্ভিত, খুবই দুঃখজনক ঘটনা।”

ভিয়েতনামে স্যান্ডউইচ খেয়ে হাসপাতালে ৫৬০ জন

আপনজন ডেস্ক: ভিয়েতনামের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রদেশ ডং নাই’য়ের লং খান শহরে এক রেস্তোরাঁর স্যান্ডউইচ খেয়ে খাদ্য বিষক্রিয়ার শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে ৫৬০ জনকে। এ ঘটনায় দুই শিশুসহ ১২ জনের অবস্থা গুরুতর। জানা গেছে, ‘বান মি’ নামের স্যান্ডউইচ খেয়ে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এই ঘটনার জন্য রেস্তোরাঁটি সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে।
প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ব্যাপক তাপপ্রবাহের কারণে ওই রেস্তোরাঁর স্যান্ডউইচগুলোর ভেতরের উপাদানগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। খাদ্য বিষক্রিয়ার জন্য এটিই দায়ী। তাছাড়া রেস্তোরাঁটির বিরুদ্ধে খাদ্যমান যাচাই না করার অভিযোগও উঠেছে। প্রাদেশিক পুলিশ জানিয়েছে, রেস্তোরাঁটির মালিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রসঙ্গত, বান মি ভিয়েতনামের একটি ঐতিহ্যবাহী স্যান্ডউইচ। লম্বা-পাতলা একপ্রকার বন রুটির দুই ফালি করে কেটে তার ভেতরে ঠাণ্ডা মাংস প্যাটে নামের একপ্রকার পনির মিশ্রন এবং সবজি দেওয়া থাকে।

সৌদি আরবে এক সপ্তাহে ১৯ হাজার প্রবাসী গ্রেফতার

আপনজন ডেস্ক: মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশ সৌদি আরবে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন লঙ্ঘনের অভিযোগে গত এক সপ্তাহে ১৯ হাজার ৬০০ অবৈধ প্রবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৫ হাজার ২০০ জনকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
সৌদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, গত ২৪ এপ্রিল থেকে ১ মে পর্যন্ত সারাদেশে এই অভিযান পরিচালনা করেছে সৌদি পুলিশ।
গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছেন- সৌদি আবাসিক নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে ১২ হাজার ৪৩৬ জন, সীমান্ত সুরক্ষা বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ৪ হাজার ৪৬৪ জন এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ২ হাজার ৭৬২ জন।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, বর্তমানে ৫৩ হাজারের বেশি অবৈধ প্রবাসী নিজ নিজ দেশে ফেরত যাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন। তাদের মধ্যে সাড়ে চার হাজার নারী রয়েছেন। এ ছাড়া ৪৪ হাজারের বেশি প্রবাসীকে দেশে ফেরত পাঠাতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিতে তাদের কূটনৈতিক মিশনে রেফার্ড করা হয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম প্রভাবশালী দেশ সৌদির মোট জনসংখ্যা ৩ কোটি ২২ লাখ। তবে দেশটিতে বহু প্রবাসী বসবাস করেন। সম্প্রতি অবৈধ প্রবাসী ঠেকাতে বড় ধরনের ধর-পাকড় অভিযান শুরু করেছে দেশটি। এই অভিযানের আওতায় সারাদেশ থেকে অবৈধ প্রবাসীদের গ্রেফতার করে সৌদি পুলিশ।

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ১২৪ সংখ্যা, ২৫ বৈশাখ ১৪৩১, ২৮ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

চক্ষুলজ্জা

ভালো কথা শুনিতে বা পড়িতে কাহার না ভালো লাগে! সেই যে আমরা ছোটবেলায় মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'আমার পণ' কবিতায় পড়িয়াছি–'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,/ সারা দিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি।' এই কবিতার এক জায়গায় বলা হইয়াছে–'সুখী যেন নাহি হই আর কারো দুখে,/ মিছে কথা কভু যেন নাহি আসে মুখে।' কী ভালো কথা! শুনিলে মন-প্রাণ-কান জুড়াইয়া যায়; কিন্তু দিন যে পালটাইয়াছে! বরং প্রায় ২০০ বত্সর পূর্বে লেখা মদনমোহনের কবিতার প্রথম দুইটি লাইন কাহারো কাহারো ক্ষেত্রে একটু পরিবর্তিত হইয়াছে। তাহারা বলেন–'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি,/ সারা দিন আমি যেন মিথ্যে কথা বলি।' এই গৌরচন্দ্রিকার কারণ গতকাল ইত্তেফাকে প্রকাশিত একটি সংবাদের বিষয়বস্তু। ঐ সংবাদ হইতে জানা গিয়াছে–উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে কোনো অনিয়ম দেখিলেই সেই বিষয়ে অভিযোগ করিতে নাগরিকের প্রতি আহ্বান জানাইয়াছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো বিষয় কোনো প্রার্থী বা কোনো ব্যক্তির নজরে আসিলে তাহারাও নিজ উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নিকট, রিটার্নিং কর্মকর্তা/ সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার নিকট অথবা উপযুক্ত ক্ষেত্রে থানায় বা ফৌজদারি আদালতে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন বা নির্বাচন কমিশনের নিকট অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

কী দারুণ কথা! শুরুতেই আমরা বলিয়াছি, ভালো কথা শুনিতে বা পড়িতে কাহার না ভালো লাগে! আমাদের ইসির এই কথাগুলিও ভালো লাগিয়াছে! তাহার পর মনে পড়িয়াছে তর্কালঙ্কারের কবিতাখানি। এবং তাহার পর মনে পড়িয়াছে প্রায় ১০ মাস পূর্বে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উপজেলায় পৌর নির্বাচনের অনিয়মের ঘটনা। সেইখানে কী জানি হইয়াছিল! মনে পড়িতেছে না? আমরা বিস্মৃতিপরায়ণ জাতি। ১০ মাসের পূর্বের ঘটনা ভুলিবার মতো না হইলেও, যেই সংবাদ নির্বাচন কমিশনকে বিব্রত করিবে, সেই সংবাদ কোন দুঃখে মনে রাখা হইবে? আমরা একটুখানি মনে করাইয়া দিতে পারি। সেই সময় দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের একটি উপজেলায় পৌর নির্বাচনের অনিয়ম লইয়া বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় যেই সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল–প্রশাসনের নাকের ডগায় সন্ত্রাসীরা গাড়িবহর লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেও, নির্বাচন আচরণবিধি বারবার লঙ্ঘন করা হইলেও, প্রশাসন হইতে কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় নাই। অথচ সেই সময়ও নির্বাচনকে সুষ্ঠু করিবার জন্য সকল পর্যায় হইতে ঘোষণা দেওয়া হইয়াছিল–'যে কোনো মূল্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন করা হইবে।' প্রশ্ন হইল–এই ধরনের ঘোষণা কি কেবল বাত-কা-বাত? এই প্রশ্ন করিবার কারণ হইল, সেই নির্বাচনের পূর্বের দিন রাতে পাঁচটি কেন্দ্রের সিসি ক্যামেরার লাইন কাটিয়া ইভিএমে ভোট কারচুপি ঘটানো হইয়াছিল–যাহা বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে অকপটে স্বীকার করিয়াছিলেন। সিসি ক্যামেরার লাইন কাটা পাঁচটি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখিবার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন তখনই ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা করা হয় নাই। বরং এই 'বল' অন্য কোর্টে ছুড়িয়া দেওয়া হইল, সেই 'বল' গিয়া পড়িল আরো দূরে, এবং তাহার পর উহা এক অর্থে হিমাগারে চলিয়া গেল।

এই যদি হয় স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচনি হাঁড়ির মধ্যকার একটি চাউলের চিত্র, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্তদের কি অধিক কথা বলা উচিত? তাহা কি শোভা পায়? পূর্বেকার দিনের অধিকাংশ মা তাহার ছোট্ট শিশুটির চোখে কাজল পরাইয়া দিতেন। তাহাতে অন্তত ঐ শিশুটির মধ্যে চক্ষুলজ্জা বলিয়া একটি ভালো গুণ তৈরি হইত। এখন অধিকাংশ মা তাহাদের বাচ্চাদের চোখে আর কাজল পরান না। সেই জন্য মানুষের মধ্যে চক্ষুলজ্জাও যেন এখন ক্রমশ কমিয়া গিয়াছে। ঢাকাইয়া কুট্টিদের মতো আমাদের মনেও কথাটি গুঞ্জরিত হয়–'আস্তে কন হুজুর, হুনলে ঘোড়ায় ভি হাসব!' যেই কথা শুনিয়া ঘোড়াতেও হাসিবে, সেই কথা বলিবার দরকার কী? কী দরকার এইভাবে মানুষ হাসানোর?

• • • • • • • • • • • •

গাজাই কি তবে বাইডেনের 'ভিয়েতনাম'

স্যান্ডার্স যে গাজায় অব্যাহত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছাত্রবিক্ষোভকে 'বাইডেনের ভিয়েতনাম' বলেছেন, তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যাঁরা এই বিক্ষোভে অংশ নিচ্ছেন এবং যাঁরা বিক্ষোভে অংশ না নিলেও ইসরায়েলের প্রতি চলতি মার্কিন নীতিতে বীতশ্রদ্ধ, তাঁদের একাংশও যদি আগামী নির্বাচনে বাইডেনের বিরুদ্ধে ভোট দেন অথবা প্রতিবাদ হিসেবে ভোটদানে বিরত থাকেন; তাহলে তাঁর পরাজয় ঠেকানো কঠিন হবে। লিখেছেন **হাসান ফেরদৌস**।

সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স সম্ভবত যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে পরিচিত বামপন্থী রাজনীতিক। নিজেকে তিনি 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী' হিসেবে পরিচয় দিতে ভালোবাসেন। কেউ কেউ, যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁকে খোলামেলাভাবেই 'কমিউনিস্ট' হিসেবে ভর্ৎসনা করতে পছন্দ করেন। 'এ লোকটির নাম শুনলেই আমার কমিউনিজমের কথা মাথায় আসে,' ট্রাম্প এ কথা বলেছিলেন কয়েক বছর আগে।

এই স্যান্ডার্স মন্তব্য করেছেন, চলতি ছাত্র বিক্ষোভ প্রেসিডেন্ট বাইডেনের জন্য 'তাঁর ভিয়েতনাম' হয়ে উঠতে পারে। ১৯৬৮ সালে ভিয়েতনামবিরোধী বিক্ষোভের মুখে অনেকটা বাধ্য হয়ে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন লিন্ডন জনসন।

সবাই মানে, অধিকাংশ অভ্যন্তরীণ প্রশ্নে জনসন বেশ উদারনৈতিক ছিলেন। কালো মানুষদের ভোটাধিকার আইন তাঁর সময়েই গৃহীত হয়েছিল। স্বাস্থ্যবিমা ও সামাজিক নিরাপত্তা আইন প্রণয়ন, তা–ও জনসনের সাফল্যের খাতায়। অথচ তাঁর জায়গায় সে বছর প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন ঘোর দক্ষিণপন্থী রিপাবলিকান প্রার্থী রিচার্ড নিক্সন।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে গাজায় ইসরায়েলে অব্যাহত ফিলিস্তিনি জাতি হত্যার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ চলছে, সে কথা ধরেই স্যান্ডার্সের এই মন্তব্য।

তিনি খোলামেলাভাবেই এই ছাত্রবিক্ষোভের একজন সমর্থক। তিনি নিজে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালে ১৯৬৩ সালে নাগরিক অধিকারের পক্ষে বিক্ষোভকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ভবন দখলে অংশ নিয়েছিলেন। সে কারণে তাঁকে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হতে হয়েছিল। ফলে এটা মোটেই বিস্ময়ের কোনো ব্যাপার নয় যে ইসরায়েলের হাতে গাজার হত্যাযজ্ঞের তিনি একজন প্রধান সমালোচক।

স্যান্ডার্সের এই অবস্থান যে ব্যতিক্রমী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অধিকাংশ মার্কিন রাজনীতিক ইসরায়েলের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি তুলতেও রাজি নন। প্রেসিডেন্ট বাইডেন নিজে ইসরায়েলের একজন প্রধান সমর্থক হয়ে উঠেছেন।

এ দেশে রাজনীতিতে সফল হতে হলে ইসরায়েলের সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচরণ করে টিকে থাকা কার্যত অসম্ভব। সেদিক দিয়ে বার্নি স্যান্ডার্স উল্টো হাওয়ার পন্থী। সম্প্রতি মার্কিন কংগ্রেসে ইহুদি রাষ্ট্র হিসেবে ইসরায়েলের সমালোচনাকে 'অ্যান্টি-সেমেটিক' বা ইহুদিবিদ্বেষ হিসেবে চিহ্নিত করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় দলের অধিকাংশ সদস্য এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। একমাত্র স্যান্ডার্সই বলেছেন, ইসরায়েলের সমালোচনা করার অর্থ ইহুদিবিদ্বেষ নয়।

স্যান্ডার্স যে গাজায় অব্যাহত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ছাত্রবিক্ষোভকে 'বাইডেনের ভিয়েতনাম' বলেছেন, তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। যাঁরা এই বিক্ষোভে অংশ নিচ্ছেন এবং যাঁরা বিক্ষোভে অংশ না নিলেও ইসরায়েলের প্রতি চলতি মার্কিন নীতিতে বীতশ্রদ্ধ, তাঁদের একাংশও যদি আগামী নির্বাচনে বাইডেনের বিরুদ্ধে ভোট দেন অথবা প্রতিবাদ হিসেবে ভোটদানে বিরত থাকেন; তাহলে তাঁর পরাজয় ঠেকানো কঠিন হবে।

স্মরণ করা যেতে পারে, ২০২০ সালে জর্জিয়া, অ্যারিজোনা ও উইসকনসিনে সম্মিলিতভাবে মাত্র ৪৪ হাজার ভোটের ব্যবধানে তিনি ট্রাম্পের বিরুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। এই তিন রাজ্যে শুধু যে ছাত্র-যুবক ভোটার রয়েছেন তা–ই নয়, ভারী সংখ্যায় আরব ও মুসলিম ভোটার রয়েছেন। তাঁরাও যদি একই পথ ধরেন, তাহলে বাইডেনের ভরাডুবি ঠেকানো মুশকিল।

একাধিক মুসলিম সংগঠন ইতিমধ্যে 'বয়কট বাইডেন' নামে প্রচার অভিযান চালাচ্ছে। তাদের প্রচারের ফলেই বাছাই পর্যায়ে তিনটি রাজ্যে গড়ে ১৫ শতাংশ ডেমোক্রেটিক ভোটার বাইডেনকে ভোট না দিয়ে 'আন-কমিটেড' বা সিদ্ধান্ত নিইনি হিসেবে ভোট দিয়েছেন।

অনুমান করি, যাঁরা বাইডেনের গাজা নীতির জন্য তাঁর ব্যাপারে সিদ্ধান্তহীনতায় রয়েছেন, তাঁরা ট্রাম্পকে ভোট দেবেন না। সম্ভবত তাঁদের অনেকেই হয়তো আদৌ ভোট দিতে যাবেন না। তাতেও ফলাফল একই হবে, অর্থাৎ অল্প ব্যবধানে হলেও বাইডেন পরাস্ত হবেন।

২০১৬ সালে হিলারি ক্লিনটন ঠিক এভাবেই ট্রাম্পের হাতে অবিশ্বাস্যভাবে ঠকে গিয়েছিলেন। ২০১২ সালে প্রেসিডেন্ট ওবামার তুলনায় কোনো কোনো রাজ্যে ১০ শতাংশের বেশি আফ্রিকান-আমেরিকান ও লাতিনো ভোটার তাঁকে ভোটদানে বিরত ছিলেন।

বিক্ষোভরত ছাত্রছাত্রীরা এমন সম্ভাবনার কথা পুরোপুরি অবহিত। বাংলাদেশে জন্ম, কিন্তু এ দেশে বড় হওয়া এক ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ হলো। মেয়েটি হ্যামিলটন হলের অবরোধে অংশ নেয়, সে জন্য গ্রেপ্তারও হয়।

তাকে জিজ্ঞেস করলাম, ট্রাম্প ফের ক্ষমতায় আসুক, তুমি কি তা চাও? মেয়েটির জবাব, 'বাইডেন বা ট্রাম্প, আমাদের জন্য দুজনই তো এক, তাঁদের মধ্যে তো প্রকৃত পার্থক্য নেই।'

ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক বাংলাদেশি অধ্যাপক বন্ধু জানালেন, চলতি প্রজন্মের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। চলতি বিক্ষোভের সেটাই আসল কারণ। তারা মনে করে, যে সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্স চলতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে, সেখানে তাদের কোনো স্থান নেই, তাদের কণ্ঠস্বরেরও কোনো মূল্য নেই।

আরেক ছাত্রী, বিক্ষোভে থাকার বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দিলে আমাকে জানাল, 'আমাদের হারানোর খুব বেশি কিছু নেই। আমাদের বিশ্বাস, আমরা সঠিক পথে আছি।' ইংরেজিতে মেয়েটি বলল, 'উই আর অন দ্য রাইট সাইড অব হিস্টরি।'

ডেনভার বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক বাংলাদেশি অধ্যাপক বন্ধু জানালেন, চলতি প্রজন্মের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। চলতি বিক্ষোভের সেটাই আসল কারণ। তারা মনে করে, যে সামরিক-শিল্প কমপ্লেক্স চলতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেছে, সেখানে তাদের কোনো স্থান নেই, তাদের কণ্ঠস্বরেরও কোনো মূল্য নেই।

যে চিরস্থায়ী যুদ্ধাবস্থা নীতি হিসেবে মার্কিন প্রশাসন গ্রহণ করেছে, সে রিপাবলিকানই হোক অথবা ডেমোক্রেটিক, তাতে এই প্রজন্ম আশান্বিত হওয়ার মতো কিছুই দেখে না।

চলতি বিক্ষোভ আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছে যেসব সংগঠন, তার একটি হলো 'ডিসেন্ট'। তাদের কথায়, যুদ্ধবাজদের হাতে শুধু তাদের নয়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রান্তবর্তী সব মানুষের ভবিষ্যৎ জিম্মি হয়ে রয়েছে। বাসস্থান, শিক্ষা বা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ তাদের রয়েছে। কিন্তু সে সম্পদ কাজে লাগানোর বদলে ব্যয় হচ্ছে অন্তহীন যুদ্ধ, ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও মুনাফার জন্য। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাদের রয়েছে দুটি অস্ত্র; প্রচার ও ভীতির ব্যবহার।

সংগঠনটি বলছে, 'যারা ক্ষমতায় বসে, তাদের দাবি আমাদের নিরাপদ রাখার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া দরকার। তারা বলে, এ দেশের কৃষ্ণকায়রা বিপজ্জনক, তাদের সামলাতে প্রয়োজন সামরিক মানের অস্ত্রসামগ্রী। বিক্ষোভকারীরা শান্তি ভঙ্গ করছে, সে জন্য তাদের আঘাত করতে হবে এবং জেলে ঢোকাতে হবে। সন্ত্রাসীরা আমাদের গণতন্ত্র ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে, অতএব মুসলিম সম্প্রদায়কে নজরদারিতে আনতে হবে। বহিরাগতরা মাদক পাচারকারী ও চোর, অতএব সীমান্ত প্রহরা বাড়াতে হবে। অন্য কথায় যারা সামরিকীকরণের ফলে নিষ্পেষিত, তারাই নাকি আমাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তাদের এই প্রচারের লক্ষ্য আমাদের একে অপরের ব্যাপারে ভীত করে তোলা। কী মজার ব্যাপার, সবচেয়ে বেশি ভয় তাদের নিয়ে যারা সবচেয়ে দুর্বল।'

আমি নিজে দীর্ঘদিন যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা, কিন্তু বিষয়টি কখনো এভাবে বিচার করে দেখিনি। আমার প্রজন্মের সদস্যরা, যারা নিজেদের প্রগতিশীল মনে করি, তারা এখনো তথ্যের জন্য সর্বতোভাবে নির্ভর করি মূলধারার তথ্যমাধ্যমের ওপর, যে তথ্যমাধ্যম আদ্যোপান্ত স্ট্যাটাস কো বা চলতি ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে চৌপ্রহর নিয়োজিত।

নতুন প্রজন্মের অবস্থাটি ভিন্ন। তারা তথ্য অথবা তত্ত্বের জন্য নির্ভর করে বিকল্প তথ্যমাধ্যমের ওপর। ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম ছাপিয়ে অন্যতম প্রধান তথ্যসূত্র হয়ে উঠেছে টিকটক।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ থেকে ১৭ বছর বয়সীদের ৭০ শতাংশের অধিক টিকটক থেকেই তাদের দৈনিক তথ্য পেয়ে থাকে।

'আর ঠিক সে জন্যই এই টিকটককে নিষিদ্ধ করতে চায় বাইডেন প্রশাসন,' আমাকে কথাটা জোর দিয়ে বলল এমোরি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র।

শেষ করার আগে বার্নি স্যান্ডার্সের কথায় ফিরে যাই। সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'ছাত্র-যুবকেরা যে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে, তার অবশ্যই কারণ রয়েছে। তাদের দাবি, ইসরায়েলের দক্ষিণপন্থী নেতানিয়াহু সরকারকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে হবে। ইসরায়েলের এই সরকার ফিলিস্তিনি জনগণকে ধ্বংস করতে এক ভয়াবহ যুদ্ধে লিপ্ত। আমি আশা করব, শুধু নৈতিক কারণে নয়, পলিসিগত কারণেও বাইডেন প্রশাসন নেতানিয়াহুকে যা খুশি করার জন্য, ব্ল্যাঙ্ক চেক দেওয়া বন্ধ করবে।'

বাইডেন বলেছেন, ইসরায়েলের প্রতি তাঁর প্রদত্ত অঙ্গীকার লৌহবেড়ির মতো শক্ত ও স্থায়ী। তাঁর পক্ষে কি সম্ভব হবে একজন বামপন্থী রাজনীতিকের এই পরামর্শ মেনে নতুন পথে চলা?

হাসান ফেরদৌস প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক
সৌ: প্র: আ:

স্টিফেন ব্রায়েন

ইউক্রেনে 'ফ্রান্সের সেনা', রাশিয়ার সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ বাঁধবে কি?

সরকারিভাবে ফ্রান্স প্রথম ইউক্রেনে সেনা পাঠাল। ইউক্রেনের ৫৪তম ইনডিপেনডেন্ট ম্যাকানাইজড ব্রিগেডকে সহযোগিতা করার জন্য ফরাসি সেনা পাঠানো হয়েছে। এই সেনারা ফ্রান্সের তৃতীয় পদাতিক রেজিমেন্টের সদস্য। ফ্রান্সের ফরেন লিজিয়ন বা বিদেশিদের নিয়ে গঠিত সেনা ইউনিটের মূল অংশ তাঁরা। ২০২২ সালে ফ্রান্সের ফরেন লিজিয়নে বেশ কিছুসংখ্যক ইউক্রেনীয় ও রাশিয়ান ছিলেন। যুদ্ধ শুরুর পর তাঁদেরকে ইউনিটটি ছেড়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ইউক্রেনীয়দের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে নিজেদের বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। রাশিয়ানদের ক্ষেত্রে কী ঘটেছিল, সেটা অজানা রয়ে গেছে। ফরেন লিজিয়নটি এখন ফ্রান্সের সেনা কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হলেও অধস্তন কর্মকর্তা ও সেনাদের বেশির ভাগই বিদেশি। বিদেশি এই সেনারা তিন বছর মেয়াদে চুক্তিবদ্ধ হয়ে থাকেন। তিন বছর পর তাঁরা ফ্রান্সের নাগরিকত্ব দাবি করতে পারেন। আর তাঁরা যদি যুদ্ধ করতে গিয়ে আহত হন, তাহলে ফ্রান্সের নাগরিকত্ব পেতে তাঁদের অপেক্ষা করতে হয় না। বিদেশি ইউনিটে কোনো নারী সেনা নেই। ইউক্রেনে প্রথম ধাপে ফ্রান্সের ১০০ সেনা গেছেন। ধাপে ধাপে ১ হাজার ৫০০ জন সেনা সেখানে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছে ফ্রান্স। এই সেনাদের সরাসরি ইউক্রেনে একেবারে তুমুল যুদ্ধ চলছে, এমন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছে। দনবাস অঞ্চলে রাশিয়ার সেনাদের অগ্রযাত্রা ঠেকাতে ইউক্রেনীয়দের প্রতিরোধ যুদ্ধকে সহায়তা দেবেন এই সেনারা। প্রথম ১০০ জনের মধ্যে গোলাবারুদ ও নজরদারি বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। কয়েক মাস ধরে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর জন্য হুমকি দিয়ে আসছিলেন। পোল্যান্ড ও বাল্টিক অঞ্চলের দেশগুলোর বাইরে ন্যাটোতে তিনি তাঁর এই প্রস্তাবের পক্ষে খুব সামান্য সমর্থন পেয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রও ন্যাটো সেনাদের ইউক্রেনে পাঠানোর বিরোধিতা করে আসছে।

এখন ফ্রান্স ইউক্রেনে সেনা পাঠানোয় দুটি প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে। এক. ইউক্রেন যুদ্ধে ন্যাটোর সম্পৃক্ততা নিয়ে রাশিয়ার দিক থেকে যেটাকে সতর্করেখা বলা হচ্ছে, তা অতিক্রম করা হলো কি? দুই. রাশিয়া কি এটাকে ইউক্রেনের সীমান্তের বাইরে বৃহত্তর যুদ্ধ হিসেবে দেখবে কি না?

ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে অনেক সেনা পাঠানোর সক্ষমতা নেই ফ্রান্সের। ফ্রান্স সরকারের ইচ্ছা থাকলেও বাস্তবে বড় আকারের সেনা পাঠানোর ভিত্তিও নেই। খবরে প্রকাশ যে বিদেশি সেনাদের নিয়ে গঠিত পুরো ডিভিশনকে পাঠাতে চায় না ফ্রান্স। ২০২৭ সালের আগে তাদের সেই সামর্থ্যও তৈরি হবে না। বিদেশিদের নিয়ে গঠিত সেনা ইউনিটকে পাঠানোর সিদ্ধান্তটাই ফ্রান্সের জন্য অদ্ভুত রকম আপস। ফ্রান্স তাদের নিজ দেশের সেনাদের ইউক্রেনে নিয়োগ করছে না। হাতে গোনা কয়েকজন কর্মকর্তা বাদে কেউই ফ্রান্সের নাগরিক নন। ফ্রান্সের এই সিদ্ধান্তের দুটি অর্থ আছে। প্রথমত, মাখোঁ তাঁর দেশের ভেতরে বড় ধরনের বিরোধিতার মুখোমুখি না হয়েই সেনা পাঠাতে পেরেছেন। এটা তাঁকে কঠোর একজন নেতার ভাবমূর্তি তৈরি করতে সাহায্য করছে। এর কারণ হলো, ফরাসি কোনো সেনাকে ইউক্রেনে পাঠানো হচ্ছে না। আর সেনা পাঠানোর জন্য বাধ্যতামূলক নিয়োগের মতো কোনো অজনপ্রিয় কার্যক্রমও নেওয়া হচ্ছে না। ফলে মাখোঁ তাঁর বিরোধীদের ক্ষোভের হাত থেকে বেঁচে গেছেন। দ্বিতীয়ত, মাসের এখানে একটা ক্ষোভও কাজ করেছে। আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল থেকে সম্প্রতি ফরাসি সেনাদের চলে আসতে হয়েছে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করে নিয়েছেন রাশিয়ান সেনারা। আফ্রিকার ফরাসিভাষী দেশগুলোর ওপর ফ্রান্সের যে নিয়ন্ত্রণ ও সেখান থেকে আসা সম্পদের যে প্রবাহ, সেটা বিপ্লব ও বিদ্রোহের কারণে ভেঙে পড়েছে। সরাসরি হোক আর ভাড়াটে বাহিনী ভাগনার গ্রুপের মাধ্যমেই হোক, এ ক্ষেত্রে রাশিয়ারও একটা সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা আছে। আর এখন এটা প্রমাণিত যে এসব বিদ্রোহ ও বিপ্লবের পেছনে ভ্লাদিমির পুতিনের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এই অপমানের আঁচ এলিসি প্রাসাদে (ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন) গিয়েও লেগেছে। বিরোধীরা বলছেন, এতে করে ফ্রান্সের প্রভাব খর্ব হয়েছে এবং বিদেশে খনিশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায় ফ্রান্সের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে বড় আঘাতটি এসেছে নাইজার থেকে। সেখান থেকে ফ্রান্সে ইউরেনিয়ামের বড় চালান আসত। ফ্রান্স পারমাণবিক শক্তি থেকে ৭০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। বৈশ্বিক ইউরেনিয়াম সরবরাহে সংকট দেখা দিচ্ছে, এর দাম চড়ছে। রাশিয়া, কাজাখস্তানের পর নাইজার ইউরেনিয়ামের সবচেয়ে বড় উৎস। এ পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিকভাবে নিরাপত্তাহীনতায় পড়েছে ফ্রান্স। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া থেকে ইউরেনিয়াম আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। এই সিদ্ধান্তের পাল্টা হিসেবে রাশিয়াও তাদের ইউরেনিয়াম রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিতে পারে।

এটা এখন পর্যন্ত পরিষ্কার নয়, এই বিদেশি সেনারা কীভাবে ইউক্রেনীয়দের সহযোগিতা করতে পারবেন। ইউক্রেনীয়রা ভালো করেই জানেন কীভাবে অস্ত্র-গোলাবারুদ পরিচালনা করতে হয়। খুব অত্যাধুনিক গোয়েন্দা সমর্থনও তাদের আছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর অন্য অনেক দেশ থেকে ইউক্রেন গোয়েন্দা ও নজরদারির যথেষ্ট সরঞ্জাম পেয়েছে। যাহোক, কীভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহার করতে হয়, সেটা ইউক্রেনীয়দের ক্ষেত্রে সমস্যা নয়। তারা অব্যাহতভাবে বলে আসছে, অস্ত্র ও গোলাবারুদের ব্যাপক ঘাটতিতে রয়েছে তারা। রাশিয়ার দনবাসে ফরাসি সেনা পাঠানোর ঘটনাটি মারাত্মক ধরনের প্ররোচণামূলক পদক্ষেপ। এই অঞ্চলটি যুদ্ধের একেবারে সম্মুখভাগে অবস্থিত। ফলে ফ্রান্স এই সেনা মোতায়েনকে মামুলি ঘটনা হিসেবে দেখাতে চাইলেও বাস্তবে রাশিয়ার সঙ্গে তাদের বিদেশি সেনা ইউনিটের সদস্যদের সরাসরি লড়াই বেধে যেতে পারে। এখানে মূল প্রশ্নটি হলো, ইউক্রেনে ফ্রান্সের সেনা মোতায়েনের এই সিদ্ধান্তকে কীভাবে দেখছে ন্যাটো। এখানে একটা ব্যাপার পরিষ্কার হওয়া দরকার যে ন্যাটোর পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই ফ্রান্স ইউক্রেনে সেনা পাঠালেও ন্যাটোর সেই বিখ্যাত আর্টিকেল-৫-কে উপেক্ষা করতে পারে না। আর্টিকেল-৫ অনুসারে, কোনো সদস্যরাষ্ট্র আক্রান্ত হলে সম্মিলিতভাবে অন্যরা প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। ফ্রান্স যেহেতু যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে ক্ষেত্রে রাশিয়া কি ইউক্রেনের বাইরে অন্য কোনো দেশে সেই সেনাদের ওপর হামলা চালাবে? আবার তাতে কি ন্যাটোর সদস্যদেশগুলো জোটটির আর্টিকেল-৫ অনুযায়ী রাশিয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত পদক্ষেপ নেবে? সেটা অবশ্য কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। বর্তমানে যে পরিস্থিতি, তাতে ঘটনা কোন দিকে মোড় নিতে পারে, তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। কিন্তু ইউক্রেনে ফ্রান্স সেনা পাঠাক, সেটা রাশিয়া খুব বেশি দিন সহ্য করবে না। আবার রাশিয়া পাল্টা কী ব্যবস্থা নেয় সেটাও কারও জানা নেই।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: স্টিফেন ব্রায়েনের এই লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর ফ্রান্সের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে বার্তা সংস্থা এপি ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর খবরের সত্যতা নাকচ করে দেয়। এটিকে তারা 'অপতথ্য' দাবি করে। তবে সেনা পাঠানোর খবরকে কেন্দ্র করে ইউক্রেন সংঘাতে উত্তেজনা নতুন মাত্রা পেয়েছে। ইউক্রেনের কাছে পারমাণবিক অস্ত্রের মহড়া চালাতে সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।)

এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্তাকারে অনূদিত

প্রথম নজর

ভোটার তালিকায় মৃত উল্লেখ, ভোট দিতে পারলেন না বহু মানুষ

তানজিমা পারভিন ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ভারত সরকার প্রদত্ত পরিচয়পত্র নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা।ভোট কেন্দ্রেও ঢোকেন।কিন্তু,ভোট দিতে পারলেন না হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার সাদলিচক গ্রাম পঞ্চায়েতের তিমিরপুরা ১৪ নম্বর বুথের ১২ জন বাসিন্দা।কারণ,ভোটার তালিকায় তাঁদের মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।অভিযোগ,তিমিরপুরা আপার প্রাইমারি স্কুলে ভোট কেন্দ্রে ভোট দিতে যায় মহম্মদ ইসমাইল(৫৯),জরিফন বিবি(৫৪) আব্দুল আজিজ (৬৭), জরিনা বিবি(৬৪), রেজাউল করিম (৪৬), সালেমা বিবি(৩২), মহম্মদ জিয়াউল হক (৩৩), বেবি নাজমিন (৩০),মহম্মদ ইসাহাক (৫৬), সাহানারা বিবি(৫৬), মিজানুর রহমান(২৫) ও মহম্মদ মুসলিম(২৩)। ভোট কর্মী ওপ্রিসাইডিং অফিসার মারফত জানতে পারেন ভোটার তালিকায় মৃত বলে নাম রয়েছে তাদের।তাই তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না।যা শুনে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড় তাদের।ভোটদানে বঞ্চিত মহম্মদ ইসমাইল ও জরিফন বিবিরা বলেন,জীবিত মানুষদের ভোটার তালিকায় মৃত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ভোটার তালিকা তৈরির কাজ বিএলও’রা করেন। বিএলও’র গাফিলতিতেই এটা হয়েছে।হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের বিডিও তাপস পাল বলেন, ‘যেহেতু তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে তাই তাঁরা ভোট দিতে বঞ্চিত হলেন।সংশ্লিষ্ট বুথ লেভেল অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিব।’ যে বিএলও’দের তালিকা তৈরির দায়িত্ব রয়েছে,তাদের কি প্রশিক্ষণ ঠিকমতো দেওয়া হচ্ছে না?যার জবাব কারও কাছেই নেই।

সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসার মুখ উজ্জ্বল করল তামান্না

এম মেহেদী সানি ● বারাসত

আপনজন:গত শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা বোর্ডের আওতায় থাকা হাই মাদ্রাসায় আলিম ফাজিল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। সেই ফলাফল অনুযায়ী উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বারাসতের হযরত সুমাইয়া গার্লস মাদ্রাসার ছাত্রী তামান্না পারভিন ৫৪৭ নম্বর পেয়ে কৃতিত্ব স্বাক্ষর রেখেছে। জানা গিয়েছে এই মাদ্রাসায় বেসরকারি খারিজি মাদ্রাসা সংগঠন পরিচালিত সিলেবাসে পঠন-পাঠনের পাশাপাশি সম গুরুত্ব দিয়ে রাজ্য সরকারের মাদ্রাসা বোর্ডের সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে থাকে। দিনের দুটি ভাগে আবাসিক ছাত্রীরা দুটি বিভাগের আলাদা আলাদা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাধ্যমে ছাত্রীদের পাঠদান করা হয়। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার পাশাপাশি সাধারণ বিষয়েও শিক্ষার্থীরা পারদর্শী হয়ে ওঠে। মাদ্রাসার প্রধান মাওলানা নাসিরউদ্দিন জানিয়েছেন, ‘আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে আমাদের মাদ্রাসার ছাত্রীরা মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। এ বছর হাই মাদ্রাসা থেকে ন’জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের মধ্যে তামান্না পারভিন প্রথম স্থান অধিকার করেছে তার প্রাপ্ত নম্বর ৫৪৭। আগামী দিন যাতে ছাত্রীরা আরও ভালো ফলাফল করতে পারে সেই চেষ্টাই আমরা চালিয়ে যাচ্ছি।’ তামান্নার সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষকতা করার স্বপ্ন দেখছে মাদ্রাসার ওই কৃতী ছাত্রী। তাঁর সাফল্যে খুশি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে পরিবার এবং এলাকাবাসী।

থ্যালাসেমিয়া দিবসকে সামনে রেখে রক্তদান

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ৮ ই মে বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস। এ উপলক্ষে সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া বিষয়ক সচেতনতা শিবির পাশাপাশি রক্তদান শিবিরের ও আয়োজন করা হয়।বিশেষ করে থ্যালাসেমিয়া রোগীদের জন্য রক্তের প্রয়োজন হয় বেশি। কিন্তু এই মুহূর্তে প্রবল গ্রীষ্মের দাবদাহ এবং লোকসভা ভোট এজন্য রক্তদান শিবিরের ঘাটতি দেখা দেওয়ায় বোলপুর ব্লাড ব্যাংক প্রায় রক্তশূন্য অবস্থায় রয়েছে। এই রক্ত সংকট দূরীকরণের উদ্দেশ্যে এবং থ্যালাসেমিয়া রোগীদের সাহায্যার্থে বীরভূম ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার্স এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় স্কুল শিক্ষক ও রাজ্য রক্তদান আন্দোলনের কর্মী নুরুল হক তার মেয়ে শগুফতার জন্মদিন উপলক্ষ্যে বাতানুকুল বাসে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন মঙ্গলবার। এবিষয়ে নূরুল হক বলেন , আমার কন্যার প্রতি বছর জন্মদিবস উপলক্ষে এই শিবির করা আমার লক্ষ্য এবং সকলকে এইভাবে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আবেদন জানাই। শিবিরে পুরুষ - মহিলা মিলে ৩০ জন স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। এদিনের সংগৃহীত রক্ত বোলপুর ব্লাড ব্যাঙ্কে জমা করা হয়। ওয়েস্ট বেঙ্গল ব্লাড ডোনারস সোসাইটির রাজ্য সম্পাদক কবি ঘোষ এই শিবিরের প্রশংসা করেন।

অশান্তির মধ্যেই সৌহার্দ্যের ভোট জঙ্গিপুরের একাধিক বুথে

রঙ্গিলা খাতুন ● সাহাজাদপুর

আপনজন: লোকসভা ভোটের অশান্তির মধ্যেই শান্তি সম্প্রীতির ভোট দেখা গেল জঙ্গিপুর লোকসভার বহুরুল, নিশ্চিন্দপুর, সাহাজাদপুর, তিয়ার পুকুর সহ একাধিক বুথে।

তৃতীয় দফার ভোটের শুরু থেকেই বিভিন্ন জায়গা থেকে অশান্তির খবর আসতে শুরু করেছিল। যত বেলা গড়িয়েছে, ততই সেই অশান্তির আবহ বেড়েছে।

জঙ্গিপুরের ৪৪ নম্বর বুথে বিজেপি প্রার্থী ধনঞ্জয় ঘোষের সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ ১ নং ব্লকের তৃণমূল সভাপতি গৌতম ঘোষ হাতাহাতি, খড়গ্রাম বিধানসভার ইন্দ্রাণী গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭৭ এবং ৭৮ আসলপুর বুথে ভোট দিলেই ভোটারদের মুড়ি, ঘুগনি দিয়ে যেমন প্রভাবিত করতে দেখা গেছে তেমনি তীব্র গরমে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ভোটারদের ওরেশ দিয়ে মানবীকতার নজীরও দেখা গেছে। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ লোকসভায় হরিহরপাড়ায় বোমাবাজী থেকে ডোমকলে এজেন্ট কে মারধরের খবর পাওয়া গেছে।

এরই মধ্যেই নির্বিঘ্নে শান্তিতে সুষ্টভাবে দেখা গেল জঙ্গীপুর লোকসভার বহরুল ,নিশ্চিন্দপুর, সাহাজাদপুর, তিয়ার পুকুর সহ একাধিক এলাকায়।

জঙ্গিপুর লোকসভার একাধিক বুথে দেখা গেল বাম কংগ্রেসের জোটের সঙ্গে কোথায় তৃণমূল কর্মীরা বা কোথায় বিজেপি কর্মীরা পাশাপাশি বসে ভোটারদের সহযোগীতা করছে। নিজেদের জমিয়ে গল্প আড্ডা দিচ্ছেন

এলাকার মানুষের বক্তব্য কেন্দীয় বাহিনী থাক বা না থাক, বহুরুল ,নিশ্চিন্দপুর, সাহাজাদপুর, তিয়ার পুকুর সহ একাধিক এলাকায় ভোটে কোনো আশান্তি হয়না, কোথায় রাজনৈতিক মতো প্রার্থক্য হলেও নিজের দের মধ্যে মিটিয়ে নেওয়া হয়।

ভোট আসবে ভোট যাবে নবাবের মুর্শিদাবাদে এই শান্তি সম্প্রীতি গড়ে ভোট হয়ে উঠুক সকলের উৎসব।

ভোটের আগে কুলতলি বিধানসভায় বিরোধী দলগুলির শিবিরে ভাঙন

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগর দুই নম্বর ব্লক ও কুলতলি বিধানসভার অধীনস্ত চুপড়িঝাড়া, ১৬৩, ১৬৫, ১৭০, ১৭১, ১৭৪ নম্বর বুথ থেকে সি পি আই এম, এস ইউ সি আই, বিজেপি ও আই এস এফ থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক দলীয় সভায় উপস্থিত হয়ে শত শত মানুষজন তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে নেয়। চুপড়িঝাড়া অঞ্চলের ১৭৪ নম্বর বুথ মল্লিকপাড়ার সি পি আই এম দলের গ্রাম পঞ্চায়েত পদ প্রার্থী সহ শতাধিক মানুষজন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে,১৬৩ নম্বর বুথ মাঝেরগড় গত গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে আই এস এফ দলের পদপ্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। ১৬৫ নাম্বার বুথ থেকে সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। ১৭০ নম্বর বুথ হালদার পাড়া সি পি আই এম দলের পঞ্চায়েত সদস্য নাসির উদ্দিন মণ্ডল তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। ১৭১ নম্বর বুথ হাজিপাড়া এলাকার ভারতীয় জনতা পার্টি ও সিপিআই এম থেকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। ১৬৬ নম্বর গায়েনপাড়া এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট দলের শতাধিক কর্মী সমর্থকরা তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা তুলে নেয়। চুপড়িঝাড়া আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এমনই যোগদান সভায় বিরোধী দল থেকে আসা মানুষদের হাতে পতাকা তুলে দিতে পেরে খুবই আনন্দিত তৃণমূল কংগ্রেসের সুন্দরবন জেলার যুব সহ সভাপতি মিলন পুরকাইত এছাড়া অঞ্চল অবজারভার অরুন নাড়ুয়া তাদের কথায় যোগ্য সংগঠনের হাতে দায়িত্ব দেওয়ায় এমনই মানুষজন তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে আসছেন। কুলতলী বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক নির্বাচিত হওয়া গণেশচন্দ্র মন্ডলের যোগ্য নেতৃত্বে এমনই বিরোধী শিবিরে ভাঙ্গন এমনি জানালেন চুপড়িঝাড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সালাউদ্দিন ঢালী। তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগেএকাধিক যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন জেলার যুব তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সহ সভাপতি মিলন পুরকাইত কুলতলী বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল কনভেনার অরুণ নাড়ুয়া, চুপড়িঝাড়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সালাউদ্দিন ঢালী, আঞ্চলিক নেতৃত্ব অম্বর আলী মোল্লা,শম্ভু মন্ডল,পবন ভূঁইয়া ,সুজা উদ্দিন মোল্লা আব্দুলা সেখ হামিন মোল্লা, প্রভাত মণ্ডল, আজিজুল হক পিয়াদা, হামিদ হালদার সুব্রত মাল সুখেন মৃধা প্রভাত মন্ডল শাহিদুল সেখ সহ একাধিক নেতৃত্বের হাত ধরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে একাধিক রাজনৈতিক কর্মী সমর্থকরা।

বৃত্তিমূলক শিক্ষকদের বৃক্ষ রোপণ করে সূচনা জেলা সম্মেলনের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ফালাকাটা

আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (এনএসকিউএফ) শিক্ষক পরিবার সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলার দ্বিতীয় সম্মেলন হয় মঙ্গলবার ফালাকাটা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে। জেলার ৬৭ জন শিক্ষক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন উদ্বোধন করেন জেলা সম্মেলনের সভাপতি শ্রেয়া চৌধুরী। সম্মেলনের শুভসূচনা হয় বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির দ্বারা।

২০১৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সরকারী ও সরকার পোষিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত ১৬ টি বৃত্তিমূলক বিষয়ে (যেমন : কনস্ট্রাকশন, ফুড প্রসেসিং, বিউটি এণ্ড ওয়েলনেস, ইনফরমেশন টেকনোলজি, রিটেল , হেল্থ কেয়ার, প্লাম্বিং , অটোমোটিভ ইত্যাদি) হাতে কলমে শিক্ষাদান শুরু হয়। এটি সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অন্তর্গত কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে “ভোকেশনালাইজেশন অফ স্কুল এডুকেশন” নামে এনএসকিউএফ প্রকল্প হিসেবে রাজ্যের কারিগরি দপ্তর দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। মূলত শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকলেও মূলত পরিচালনা করে কারিগরি দপ্তর। বর্তমানে রাজ্যে ১৬২১ টি বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা এই বিষয়গুলি পড়াশোনার সুযোগ পায়, মাধ্যমিকে ঐচ্ছিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মূল পাঁচটি বিষয়ের সঙ্গে এই বৃত্তিমূলক বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত। প্রতিটি বিদ্যালয়ে যেকোনো ২ টি বৃত্তিমূলক বিষয় চলছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় মোট ৫৬ টি বিদ্যালয়ে এই বিষয়গুলি চলছে। এই বিষয়গুলি স্থায়ী বিষয় হলেও অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন প্রাইভেট এজেন্সী দ্বারা পরিচালনা করা হচ্ছে দীর্ঘ ১১ বছর।

নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল পুলিশ

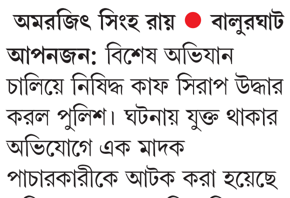

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বিশেষ অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে এক মাদক পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর থানার অন্তর্গত গোটাহার এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, ধৃত ঐ ব্যক্তির নাম হবিবুর রহমান(৫৩)। বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের বাসুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত গোটাহার এলাকায়।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য ও গঙ্গারামপুর থানার আইসি শান্তনু মিত্রের নেতৃত্বে ঐ এলাকায় অভিযান চালায় গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। অভিযান চালানোর সময় অভিযুক্ত হাবিবুর রহমানের বাড়ি থেকে প্রায় ৬৫৫ বোতল নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।এই ঘটনায় অভিযুক্ত থাকার অভিযোগে ঘটনাস্থল থেকে হাবিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তকে মঙ্গলবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে।

কীর্তির সমর্থনে রোড শো করলেন মমতা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● দুর্গাপুর

আপনজন: বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রটি পাখির চোখ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এই আসনটি গত লোকসভা বিজেপি জয়লাভ করেছিল। বিজেপির সুরিন্দার সিং আলুওয়ালিয়া, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মমতাজ সংঘমিতাকে হারিয়ে জয় লাভ করেন ।

গত এক সপ্তাহে মমতা ব্যানার্জি প্রাক্তন বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদের সমর্থনে একাধিক জনসভা পরিচালনা করলেন।

দুদিন আগে বর্ধমান শহরে কীর্তি আজাদের সমর্থনে রোড শো করেছেন স্পন্দন কমপ্লেক্স থেকে পুলিশ লাইন পর্যন্ত। এবার দুর্গাপুরের বেনাচিতির পাঁচমাথা মোড় থেকে ভিরিঙ্গি মোড় পর্যন্ত হাজার হাজার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থক নিয়ে মিছিল সংগঠিত করলেন।

এই মিছিলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ছাড়া রাজ্যের পঞ্চায়েত গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ,মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস , পার্থী কীর্তি আজাদ সহ বহু তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বে উপস্থিত হয়েছিলেন।

রাস্তার দু’ধারে হাজার হাজার মানুষ উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অভিবাদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী ও প্রার্থী কৃতি আজাদ হাত জোড় করে সাধারণ মানুষের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন।

গত লোকসভা ভোটে খুন হন বাবা, এবার ছেলে জোটের এজেন্ট

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে প্রথম খুন হয়েছিলো ভগবানগোলার কংগ্রেস কর্মী টিয়ারুল শেখ। ২৩ শে এপ্রিল সপ্তম দফায় মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে চলছিল নির্বাচন। ভগবানগোলা বিধানসভার ১৮৮ নম্বর বালিগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয় বুথে ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন কংগ্রেস কর্মী টিয়ারুল শেখ। তাকে উদ্দেশ্য করে রাস্তায় কিছু তৃণমূল কর্মী গালিগালাজ করে বলে অভিযোগ, ঘটনার সূত্রপাত সেখান থেকেই। সেদিন দুপুরে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ওই এলাকায়। কংগ্রেস কর্মী টিয়ারুল শেখের পেটে হাসুয়ার কোপ মারা হয়। স্থানীয় নসিপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়, অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে বহরমপুর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়, সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বাবার সেই স্মৃতি আঁকড়ে ধরতে ভোটের আগের দিন সুদুর কেরল থেকে বাড়ি ফিরে বাম-কংগ্রেস জোটের নির্বাচনী এজেন্ট হিসেবে মঙ্গলবার বুথে অংশগ্রহণ করলটিয়ারুল শেখের ছেলে পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক মাহতাব শেখ। গত লোকসভা নির্বাচনে হিংসার বলি হয়েছিল টিয়ারুল, বাবার স্মৃতি আঁকড়ে ধরে ওই বুথেই জোটের এজেন্ট হল তার ছেলে মাহতাব। বাবার স্মৃতিকে মনে রাখতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য কেরল থেকে ভোটের আগের দিন বাড়ি ফেরে মাহতাব।

‘চাকরি চোরদের ভোট নয়’ দাবিতে মিছিল

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: শিক্ষিত প্রজন্মের কথা ভেবে ‘চাকরি চোরদের আর ভোট নয়।’মঙ্গলবার তৃতীয় দফা লোকসভা ভোটের দিন এমনই স্লোগান উঠল মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন বুথে বুথে।এদিন ভোট চলাকালীন হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে জোটবন্ধ হয়ে এই স্লোগান দিতে দেখা গেল স্থানীয় কংগ্রেস এবং সিপিএম সমর্থকদের মধ্যে।জোট সমর্থকদের বক্তব্য,শুধুমাত্র শাসকদলের দুর্নীতির জন্য সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক চাকরি হারিয়েছেন।এর আগে প্রায় ৫০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকের চাকরিও একইভাবে দুর্নীতির দায়ে ঝুলে রয়েছে।এইভাবে শিক্ষিত প্রজন্মকে শেষ করছে তৃণমূল। তাই এবার তৃণমূলকে আর ভোট নয় বলে স্লোগান তোলেন তারা।এদিন মশালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের তালগাছি এলাকায় এমনই চিত্র ধরা পড়লো।প্রদেশ যুব কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জিয়াউর রহমান চৌধুরী বলেন,’এবারে দেশের প্রধানমন্ত্রী হবেন রাহুল গান্ধি।তাই এলাকার ভূমিপুত্র জোট প্রার্থী মোস্তাক আলমকে ভোট দিয়েছেন হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভার মানুষ।৫০ হাজারেরও বেশি ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন মোস্তাক।

অপরদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর ২ ব্লকের তৃনমূলের ব্লক সভাপতি তোবারক হোসেন বলেন,’হারের ভয়ে ভুলভাল ভুগছে কংগ্রেস।মানুষকে প্রভাবিত করার জন্য তারা এইধরনের শ্লোগান তুলেন।জোট প্রার্থী মোস্তাক আলমের বুথ থেকেই তৃণমূল লিড নিয়ে জয়ী হবে।’

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

গণতন্ত্র বাঁচাও পদযাত্রা সিউড়িতে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন:বাংলা সংস্কৃত মঞ্চের সভাপতি তথা রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ সামিরুল ইসলামের নেতৃত্বে সিউড়ি তে সংবিধান বাঁচাও মিছিল। বীরভূমের সিউড়ি বেনীমাধব মাঠ থেকে গণতন্ত্র বাঁচাও মিছিল শুরু হয়েছিল। সিউড়ি শহর পরিক্রমা করে।

কেন্দ্র বিজেপি সরকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছে। এরা গরিব খেটে খাওয়া চাষী শ্রমজীবী বিরোধীদল। মানুষের ধর্ম মানে না। বিজেপি হটাও দেশ বাঁচাও স্লোগান তুলে মিছিলে বেশ কয়েক হাজার মানুষ পা মেলালেন।

হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, এই তিন ধর্মের ধর্ম গুরুদের নিয়ে জাতীয় পতাকা সামনে রেখে মিছিল হয়। জাতি ধর্ম মত নির্বিশেষে সকলেই এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আইএসসিতে নজর কাড়ল দেবাদৃতা বসু

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: আইএসসি ফলাফলে নজর কাড়ল দেবাদৃতা বসু। সোমবার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত খবরে জানা গেছে দেবাদৃতা বসু ৯৮.৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে চমক দিয়েছে। অল ইন্ডিয়ায় তাঁর স্থানk পঞ্চম। এখন অনেক ক্ষেত্রেই ছেলেদেরকে টেক্কা দিয়ে মেয়েরাও পড়াশোনা এগিয়ে যাচ্ছে দেবাদৃতা বসু তেমনই এক উদাহরণ। ৪০০ এর মধ্যে ইংরেজিতে ৯৭ বাংলায় ৯৪ ইতিহাসে ১০০ পলিটিকাল সায়েন্স ১০০ ভূগোল ৯৮ সমাজবিদ্যায় ৯৮ মোট ৩৯৫ পেয়েছে। বরাবরই ইতিহাস এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান তার প্রিয়। সে লোয়ার নার্সারি থেকে দ্বাদশ অবধি হুগলির ডানকুনির মেথোডিস্ট স্কুল থেকে পড়াশোনা করছে। তার বাবা দেবাশীষ বসু এলআইসিতে সার্ভিস করে এবং মা শাশ্বতী বসু স্কুল শিক্ষিকা। বাবা-মায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং মেয়ের নিরন্তর পড়াশোনায় ভালো ফলাফল করেছে। মেয়ে তার স্বতঃস্ফূর্ত ভালোলাগা বিষয়ে এগিয়ে চলুক। ভবিষ্যতে যাদবপুরে ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন নিয়ে পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করছে এবং প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত হতে পারলে মেয়ে খুশি হবে । মেয়ে অবসর সময়ে ছবি আঁকা, গান শোনা ও গিটার বাজানো তাঁর নেশা। শান্ত স্বভাবের দেবাদৃতা জানায়, আমি পড়াশোনা করি ভবিষ্যতে দেশের মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু করার ইচ্ছা রয়েছে। নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা নিয়ে পড়াশোনা করলে ভালো ফলাফল হবে। ভবিষ্যতে পড়াশোনা করে নতুন নতুন দিক আমার উন্মোচিত হয় সেই চেষ্টা থাকবে।

খুনিদের গ্রেফতার দাবি

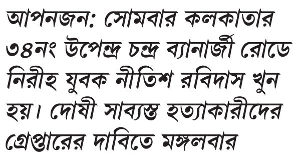

আপনজন: সোমবার কলকাতার ৩৪নং উপেন্দ্র চন্দ্র ব্যানার্জী রোডে নিরীহ যুবক নীতিশ রবিদাস খুন হয়। দোষী সাব্যস্ত হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে মঙ্গলবার কলকাতা পুরসভার মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার ও পৌরমাতা পাপিয়া ঘোষ বিশ্বাসের নেতৃত্বে মৃত যুবকের পরিবারবর্গ সহ বিশাল সংখ্যক মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ফুলবাগান থানায় স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

এমবাপ্পে-জাদু দেখার অপেক্ষায় প্যারিস

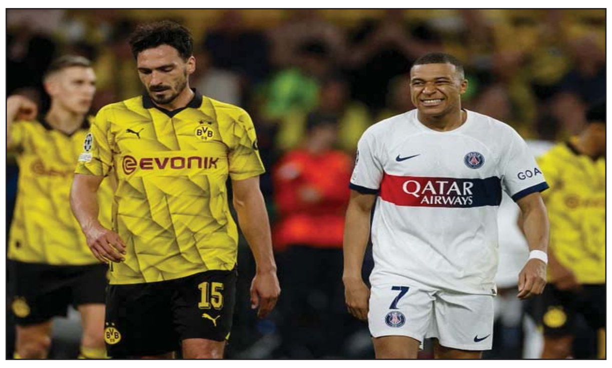

আপনজন ডেস্ক: এ মুহূর্তে কেউ প্যারিসে গেলে চমকে উঠতে পারেন। মনে হতে পারে, প্যারিস নয়, পথ ভুলে চলে এসেছেন পিএসজি নামে ফুটবলের কোনো শহরে। কেউ যদি এমন মনে করেন, তাঁকে কোনোভাবেই দোষ দেওয়ার সুযোগ নেই। গোটা শহরেই যে এখন ফুটবলের রং লেগেছে। প্যারিসের স্মৃতিস্তম্ভগুলো এখন যেন পিএসজিময়। গোটা শহর প্রস্তুতি নিচ্ছে মহাগুরুত্বপূর্ণ এক ম্যাচের। চ্যাম্পিয়নস লিগে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগের এই ম্যাচে আজ রাতে পিএসজি আতিথ্য দেবে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে। প্রথম লেগে ডর্টমুন্ডের মাঠে ১-০ গোলে হেরেছে পিএসজি।
ফাইনালে যেতে আজ রাতে পিএসজির তাই জিতলেই শুধু হবে না; বরং ব্যবধানটা হতে হবে একাধিক গোলের। কাজটা পিএসজির জন্য কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়। ডর্টমুন্ড ম্যাচ সামনে রেখে প্যারিসে উৎসবের প্রস্তুতি কি কিলিয়ান এমবাপ্পেকেও ছুঁয়ে যাচ্ছে? উৎসবধ্বনির মধ্যে নিজের বিদায়ের সুরটাও কি শুনতে পাচ্ছেন তিনি? শুনলে সেটি মোটেই অস্বাভাবিক নয়। ২০১৭ সালে মোনাকো ছেড়ে পিএসজিতে আসেন এমবাপ্পে। এরপর গত কয়েক বছরে হয়ে উঠেছেন ‘ডার্লিং বয় অব প্যারিস’। ২০১৮ সালে তিনিই সোনার বিশ্বকাপটা বয়ে মস্কো থেকে প্যারিসে নিয়ে এসেছিলেন। এরপরও এমবাপ্পের ওপর প্যারিসবাসীর অভিমান কম নয়! শহরের ক্লাবটিকে যে কখনো ইউরোপ-সেরা বানাতে পারেননি এমবাপ্পে। এবার না পারলে হয়তো কখনোই আর নয়! এ মৌসুম শেষেই যে তাঁর পিএসজি ছেড়ে রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার জোর গুঞ্জন। খবরটি আনুষ্ঠানিক না হলেও ইউরোপিয়ান সংবাদমাধ্যমগুলো খবরটির ওপর সিলমোহর লাগিয়ে দিয়েছে। প্যারিসবাসীর মুখে হাসি ফোটানোর এটাই তাই এমবাপ্পের শেষ সুযোগ। ডর্টমুন্ডের মাঠে প্রথম লেগের ম্যাচটাতেও সবাই তাকিয়ে এমবাপ্পের দিকে। কিন্তু সেদিনের ম্যাচে ফরাসি তারকাকে ম্লান করে সব আলো নিজের দিকে টেনে নেন ডর্টমুন্ডের ইংলিশ ফরোয়ার্ড জেডন সানচো। ম্যাচজুড়ে পিএসজি খেলোয়াড়দের নিয়ে একাই নাকাল করে ছেড়েছিলেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ব্রাত্য হয়ে পড়া সানচো।
সেদিন পারেননি এমবাপ্পে, কিন্তু আজ না পারার সুযোগ নেই! আজ না পারা মানে পিএসজিতে এমবাপ্পে-অধ্যায় ব্যর্থতায় শেষ হওয়া। অসংখ্য ম্যাচে প্যারিসকে আনন্দে মাতিয়ে তোলা এমবাপ্পে হয়তো নিজের এমন হতাশাজনক পরিণতি দেখতে চাইবেন না। বিদায়ের আগে প্যারিসবাসীকে তাঁদের শেষ উপহারটুকু দিয়ে যেতে চাইবেন।
শুধু এমবাপ্পেই নন, প্যারিসের এ ম্যাচে জীবন বাজি নিয়ে লড়তে চান বাকিরাও। গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি দোন্নারুম্মা বলেছেন, ‘আমরা সবকিছু উজাড় করে দেব। আমি জানি, দলের সবাই ফাইনালে যেতে নিজেদের সেরাটা দিয়ে খেলবে।’ প্রথম লেগে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়ানোর কঠিন কাজটা অবশ্য পিএসজি এর আগেও করেছে। কোয়ার্টার ফাইনালে বার্সেলোনার বিপক্ষে নিজেদেরই মাঠে ৩-২ গোলে হেরে গিয়েছিল পিএসজি। আর দ্বিতীয় লেগে সেই বার্সাকে তাদের মাঠে ৪-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে পিএসজি। সেই স্মৃতিই এখন আরেকবার ফিরিয়ে আনার অপেক্ষা। পিএসজি অধিনায়ক মার্কিনিওসও একই কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘আমরা এটা করতে পারি। আমরা এর মধ্যে কাজটা করে দেখিয়েছি। আমরা সমর্থকদের গর্বিত করতে চাই। আমাদের হারানোর কিছু নেই।’
এই ম্যাচে পিএসজির বড় শক্তি হয়ে থাকবেন তাদের সমর্থকেরা। ম্যাচ শুরু হওয়ার প্রায় দুই দিন আগে থেকেই প্যারিসকে জাগিয়ে তুলেছেন তাঁরা। ম্যাচের সময় দ্বাদশ খেলোয়াড় হিসেবে দলকে উজ্জীবিত করে যাবেন এ সমর্থকেরা। ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে সমর্থকদের পাশে চাইলেন কোচ লুইস এনরিকেও, ‘সমর্থকেরা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুরো মৌসুমের মতো এবারও তাঁরা পুরোপুরিভাবে আমাদের সঙ্গে থাকবেন।’

খেলানো দূরে থাক, রকির সঙ্গে কথাই বলেন না জাভি, অভিযোগ এজেন্টের

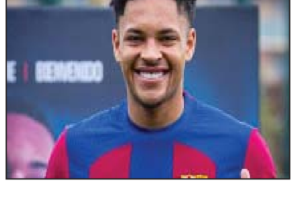

আপনজন ডেস্ক: গত জানুয়ারিতে বেশ আলোচনার জন্ম দিয়ে বার্সেলোনায় আসেন ভিতর রকি। বার্সার ভবিষ্যতের তারকা হিসেবেও জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছিল এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের নাম। বার্সায় যোগ দেওয়া রকির জন্যও ছিল স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো ঘটনা। কিন্তু বার্সায় আসার পর পাঁচ মাস না যেতেই যেন ভেঙে গেছে রকির স্বপ্ন। বার্সা এবং কোচ জাভি হার্নান্দেজের আচরণ নাকি মানতে পারছেন না ১৯ বছর বয়সী এ তরুণ ফুটবলার। ম্যাচ টাইম তো পাচ্ছেনই না, জাভিও নাকি তাঁর সঙ্গে কথা বলেন না। এমন পরিস্থিতিতে বার্সায় নিয়মিত খেলার সুযোগ না পেলে কিংবা আশ্বস্ত হতে না পারলে স্থায়ীভাবে ক্লাব ছাড়ার কথাও নাকি ভাবছেন রকি। চলতি মৌসুমে বার্সার হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১৩ ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন রকি। এই ১৩ ম্যাচে সব মিলিয়ে ৩১০ মিনিট মাঠে থেকে তিনি গোল করেছেন ২টি। এখন পর্যন্ত যে সময় পেয়েছেন তা একেবারেই যথেষ্ট মনে হচ্ছে না রকির। কাতালান রেডিও আরএসি১-এর সঙ্গে আলাপকালে রকির এজেন্ট কারি বলেছেন, ‘সবাই মনে করছে মাঠে ভিতর রকির আরও বেশি সময় পাওয়া উচিত এবং কেউ বুঝতে পারছে না কেন কোচ তাকে সময় দিচ্ছে না। জাভি কখনোই তার সঙ্গে কথা বলেনি। আমি এই পরিস্থিতি বুঝতে পারছি না এবং আমার মনে হয় না এটা কারও জন্য ভালো ব্যাপার। আমি তাকে বলেছি আরও বেশি পরিশ্রম করে যেতে হবে এবং সঠিক সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।’
বার্সা সুযোগ না দিলে অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে জানিয়ে কারি আরও বলেছেন, ‘এই ছেলেটির সঙ্গে বার্সার চুক্তি আছে। অন্য জায়গা থেকে দ্বিগুণ টাকার প্রস্তাব থাকার পরও বার্সাকে বেছে নেওয়ার অর্থ সেখানে খেলতে চাওয়া। আমি নিশ্চিত, ভিতর একজন অসাধারণ খেলোয়াড় হবে। তবে বার্সা যদি তাকে না খেলায়, তবে আমাদের অন্য ব্যবস্থা দেখতে হবে। ভেতরে কী হচ্ছে আমি জানি না।’

হায়দরাবাদকে হারিয়ে প্লে অফের আশায় মুম্বাই

আপনজন ডেস্ক: মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের জিততে তখন দরকার ২৪ বলে ২৫, সেঞ্চুরি পেতে সূর্যকুমার যাদবের চাই ১৯। তিলক বর্মা খুব ভালোভাবেই অনুধাবন করলেন, এ অবস্থা থেকে তিনি মেরে খেললে সূর্যকুমারের সেঞ্চুরি পাওয়া হবে না। ১৭তম ওভারের প্রথম বল থেকেই তিলক তাই সিঙ্গেল নিয়ে সূর্যকুমারকে স্ট্রাইকে আনায় মনোযোগী হলেন। প্যাট কামিন্সের করা ওই ওভারে সূর্য একটি সিঙ্গেল, দুটি চার আর এক ছক্কার সুবাদে ৯৬ রানে পৌঁছে গেলেন। পরের ওভারের শুরুতে আবার স্ট্রাইকে তিলক। এবারও তিনি সিঙ্গেল নিয়ে বাকি কাজ সেরে ফেলার দায়িত্ব দিলেন সূর্যকে।
থাঙ্গারাসু নটরাজনের করা ওই ওভারের দ্বিতীয় বলেই ডিপ এক্সট্রা কাভারের ওপর দিয়ে সূর্যর ছক্কা—নিজের সেঞ্চুরি পূরণের পাশাপাশি সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে জিতে গেল মুম্বাইও। এ যেন এক ঢিলে দুই পাখি মারার মতো!
ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে দুই অস্ট্রেলিয়ান ট্রাভিস হেডের শুরু আর প্যাট কামিন্সের শেষের ঝড়ে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৭৩ রান করেছিল হায়দরাবাদ। লক্ষ্য তাড়ায় সূর্যর ৫১ বলে অপরাজিত ১০২ রানের সুবাদে ৭ উইকেট আর ১৬ বল বাকি থাকতে জিতেছে মুম্বাই।
এ জয়ে আইপিএল পয়েন্ট তালিকার তলানি থেকে নয়ে উঠে এসেছে হার্দিক পান্ডিয়ার দল। গুজরাট টাইটানসকে নামিয়ে দিয়েছে দশে। একইসঙ্গে প্লে-অফে খেলার আশা গাণিতিকভাবে বাঁচিয়ে রেখেছে। ১২ ম্যাচ খেলে ৪ জয়ে ৮ পয়েন্ট মুম্বাইয়ের। আজ হারের পরও ১১ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে হায়দরাবাদ রয়ে গেছে চার নম্বরে। এবারের আইপিএলে দুই দল প্রথম মুখোমুখি হয়েছিল গত ২৭ মার্চ। সেদিন ক্রিকেটপ্রেমীরা দেখেছিলেন রেকর্ডের পর রেকর্ড। ঘরের মাঠ রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে ২৭৭ রান করেছিল হায়দরাবাদ। জবাব দিতে নেমে মুম্বাই থেমেছিল ২৪৬ রানে। ৪০ দিন আগে হারের ‘প্রতিশোধটা’ আজ দারুণভাবে নিল মুম্বাই।
আইসিসি টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ব্যাটসম্যান সূর্যকুমারের এটি আইপিএলে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি। আগের সেঞ্চুরিটাও করেছিলেন আজকের ভেন্যু ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে, গত বছর গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে। সে ম্যাচেও তিনি অপরাজিত ছিলেন। ৪৯ বলে করেছিলেন ১০২ রান। মুম্বাইয়ের হয়ে আইপিএলে দুটি সেঞ্চুরি সূর্য ছাড়া আছে শুধু রোহিত শর্মার।
লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে নিজেদের আগের ম্যাচের মতোই ‘ফ্লপ’ রোহিত শর্মা (৪), ঈশান কিষান (৯) ও নামান ধীর (০)। পাওয়ারপ্লেতেই নেই ৩ উইকেট। তখন মনে হচ্ছিল, কলকাতার বিপক্ষে ম্যাচের মতোই বুঝি পরিণতি হতে চলেছে মুম্বাইয়ের। তবে সূর্যকুমার ও তিলক আজ মুম্বাইকে পথ হারাতে দেননি। শুরুর দিকে কিছুটা ধীরেসুস্থে খেলে প্রাথমিক বিপর্যয় সামাল দিয়েছেন। একটু থিতু হওয়ার পর সূর্য হাত খুলে খেলতে থাকেন আর তিলক ঠাণ্ডা মাথায় তাঁকে সঙ্গ দিয়ে যান। দুজন গড়েন ১৪৩ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি, যা আইপিএল ইতিহাসে চতুর্থ বা এর নিচের উইকেট জুটিতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ: ২০ ওভারে ১৭৩/৮
(হেড ৪৮, কামিন্স ৩৫*, রেড্ডি ২০; পান্ডিয়া ৩/৩১, চাওলা ৩/৩৩, বুমরা ১/২৩)

মুম্বাই হায়দরাবাদ: ১৭.২ ওভারে ১৭৪/৩
(সূর্যকুমার ১০২*, তিলক ৩৭*, কিষান ৯; ভুবনেশ্বর ১/২২, কামিন্স ১/৩৫, ইয়ানসেন ১/৪৫)

ফল: মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ৭ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ: সূর্যকুমার যাদব (মুম্বাই ইন্ডিয়ানস)।

মোস্তাফিজের পর পাতিরানাকেও হারাল চেন্নাই

আপনজন ডেস্ক: মাতিশা পাতিরানা ও মোস্তাফিজুর রহমানের জুটি ডেথ ওভারে চেন্নাই সুপার কিংসের ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছিল। তবে এই দুজনের কাউকেই এবারের টুর্নামেন্টে আর পাচ্ছে না চেন্নাই। জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে সিরিজ থাকায় মোস্তাফিজ আগেই দেশে ফিরেছেন। আর হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারাতে শ্রীলঙ্কায় ফিরে গেছেন পাতিরানাও।
পাতিরানা আইপিএলে আর ফিরবেন কি না, তিনি শ্রীলঙ্কায় ফেরার পরও তা নিশ্চিত ছিল না। তবে গতকাল রাতে এক টুইটে পাতিরানা মোটামুটি নিশ্চিত করেই ফেলেছেন, এবারের টুর্নামেন্টে তাঁকে আর দেখা যাচ্ছে না।
আইপিএলের শুরু থেকেই চোটের সঙ্গে লড়েছেন পাতিরানা। খেলতে পারেননি প্রথম ম্যাচেও। এরপর বেছে বেছে ম্যাচ খেলেছেন। মূলত আইপিএলের আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে চোটে পড়েছিলেন পাতিরানা। সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচেই বাঁ পায়ে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ছিলেন এই পেসার। সে ম্যাচে নিজের স্পেলের চতুর্থ ওভার শেষও করতে পারেননি। এরপর ছিটকে যান তৃতীয় ম্যাচ থেকে। তখন শোনা গিয়েছিল, সেরে উঠতে চার থেকে পাঁচ সপ্তাহ লেগে যাবে তাঁর। তবে ততটা সময় নেননি তিনি। ২৬ মার্চ আইপিএলে চেন্নাইয়ের দ্বিতীয় ম্যাচেই মাঠে নামেন পাতিরানা। ৫ মে ধর্মশালায় পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে ম্যাচের আগে চেন্নাই এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পাতিরানার দেশে ফেরার খবর জানায়, ‘চেন্নাই সুপার কিংসের পেসার মাতিশা পাতিরানা হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে ভুগছেন, চোট থেকে সেরে ওঠার জন্য তিনি শ্রীলঙ্কায় ফিরে গেছেন।’
এরপর গতকাল রাতে পাতিরানার টুইটেই স্পষ্ট হয়েছে এবারের আইপিএলে পাতিরানাকে আর দেখা যাচ্ছে না, ‘ভাঙা হৃদয়ে বিদায় নিতে হলো, এখন চেন্নাইয়ের ড্রেসিংরুমে আইপিএল শিরোপা দেখাই আমার একমাত্র ইচ্ছা। চেন্নাই থেকে যে ভালোবাসা পেয়েছি, দল থেকে যে আশীর্বাদ পেয়েছি তাতে কৃতজ্ঞ।’ আগামী ১ জুন থেকে শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। চোট সারিয়ে পাতিরানা বিশ্বকাপে শুরু থেকে খেলতে পারবেন তো? এটা জানতে অবশ্য আরও অপেক্ষা করতে হবে।
আইপিএলে পাতিরানা নিয়েছেন ৬ ম্যাচে ১৩ উইকেট, রান উৎসবের আইপিএলেও ওভারপ্রতি রান দিয়েছেন ৭.৬৮ করে। অন্যদিকে মোস্তাফিজ ৯ ম্যাচে নিয়েছিলেন ১৪ উইকেট। দলের দুই শীর্ষ বোলারকে ছাড়া ধর্মশালায় পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে জিতেছে চেন্নাই। মোস্তাফিজ-পাতিরানার বিদায়ের পর চেন্নাইয়ের একমাত্র বিদেশি পেসার এখন রিচার্ড গ্লিসন।

বন্ধু রোহিতের হাতে বিশ্বকাপের ট্রফি আর গলায় পদক দেখার অপেক্ষায় যুবরাজ

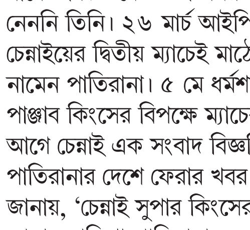

আপনজন ডেস্ক: ২০০২, ২০০৭ ও ২০১১—এই সালগুলো যুবরাজ সিংয়ের ভোলার কথা নয়। এই তিন বছর ভারতের হয়ে তিনটি ট্রফি জিতেছেন সাবেক অলরাউন্ডার। ২০০২-এ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি, ২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ এবং ২০১১ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। ২০১১ সালে ভারতকে ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতাতে বড় ভূমিকা রাখা যুবরাজ এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শুভেচ্ছাদূত।
শুভেচ্ছাদূত হিসেবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও যুক্তরাষ্ট্রের যৌথ আয়োজনের বিশ্বকাপটা খুব কাছ থেকেই দেখবেন যুবরাজ। ফাইনালটা হয়তো মাঠে বসেই দেখবেন। বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালের সেই ফাইনাল শেষে বন্ধু ও সাবেক সতীর্থ রোহিত শর্মার হাতে বিশ্বকাপের ট্রফি আর গলায় পদক ঝোলানো দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় আছেন যুবরাজ।
এবারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপটা রোহিত অধিনায়ক হিসেবে খেলবেন। যুবরাজের বিশ্বাস রোহিতের অধীনে ২০১১ সালের পর আবার বিশ্বকাপ জিতবে ভারত। আইসিসির সঙ্গে কথোপকথনে যুবরাজ বলেছেন, ‘(রোহিতের উপস্থিতি) খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে। আমাদের সত্যি ভালো একজন অধিনায়ক দরকার। দরকার একজন বুদ্ধিদীপ্ত অধিনায়ক, যে কি না চাপের মধ্যেও সিদ্ধান্ত নিতে পারে। রোহিত সে রকমই একজন।’

কোহলিকে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা নেই বাবরদের, সত্যিই কি তা-ই

আপনজন ডেস্ক: ৫১.৭৬—টি-টোয়েন্টিতে বিরাট কোহলির গড় এটি। বোঝাই যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে কোহলি রান করতে ব্যর্থ হন খুব সামান্যই। এরপরও কিছু প্রতিপক্ষের বিপক্ষে কোহলি আরও ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। পাকিস্তান সেসব প্রতিপক্ষের একটি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট পাকিস্তানের বিপক্ষে কোহলির গড় ৮১.৩৩। দুই দলের সর্বশেষ দেখাতেও একা কোহলির কাছেই হেরেছিল পাকিস্তান।
এবারও বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান একই গ্রুপে। কোহলিকে থামাতে আলাদা কি পরিকল্পনা করছে পাকিস্তান? অধিনায়ক বাবর আজম গতকাল এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য জানিয়েছেন কোহলির বিপক্ষে আলাদা কোনো পরিকল্পনা করছেন না তারা। কোহলি পরিকল্পনাতে আসবেন দলীয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই।
টি-টোয়েন্টিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে কোহলি ম্যাচ খেলেছেন ১০টি। ১০ ইনিংসে ফিফটিই করেছেন ৫টিতে। সর্বশেষ এই দুই দলের দেখা হয়েছিল ২০২২ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। মেলবোর্নে হওয়া সেই ম্যাচে অপরাজিত ৮২ রানের ইনিংস খেলে কোহলি ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন। এবারও বিশ্বকাপের আগে কোহলি আছেন দুর্দান্ত ছন্দে। ১১ ইনিংসে ৫৪২ রান করে এখন পর্যন্ত আইপিএলে সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক তিনি।
এমন কাউকে নিয়ে হয়তো আলাদা পরিকল্পনা আছেই বাবরের দলের। হয়তো ফাঁস করতে চাইছেন না। সে কারণেই গতকাল আয়ারল্যান্ড সিরিজের জন্য দেশ ছাড়ার আগে বাবর বলেছেন, ‘দল হিসেবে তাদের শক্তিমত্তা বিবেচনায় নিয়ে আপনি সব সময়ই অন্য দল নিয়ে পরিকল্পনা করেন। আমরা কোনো খেলোয়াড়কে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা করছি না। আমরা ১১ জন নিয়েই পরিকল্পনা করি।’
এবারের বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হবে নিউইয়র্কে। নতুন এই মাঠ দুই দলের জন্যই অপরিচিত। বাবর বলেছেন, ‘আমরা নিউইয়র্কের কন্ডিশন সম্পর্কে খুব বেশ জানি না, আবহাওয়ার কথা মাথায় রেখে পরিকল্পনা করা হবে। কোহলি অন্যতম সেরা ক্রিকেটার, সে হিসেবে তাঁকে নিয়ে পরিকল্পনা করা হবে।’
বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তান এখনো দল ঘোষণা করেনি। তবে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের জন্য ১৮ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এক বিজ্ঞপ্তিতে পিসিবি জানিয়েছে, এই ১৮ জন থেকে ৩ জন কমিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড সাজানো হবে।
সর্বশেষ নিউজিল্যান্ড সিরিজে পাকিস্তান বেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। বিশ্বকাপের আগে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরে ৭ টি-টোয়েন্টি খেলবে পাকিস্তান দল, সেখানে পরীক্ষার সুযোগ দেখছেন না বাবর, ‘ বিশ্বকাপ কাছেই, এখন অদলবদলের জন্য পর্যাপ্ত সময় নেই। বিশ্বকাপের আগে যেসব ম্যাচ বাকি আছে, সেখানে আমরা বিশ্বকাপে যে দলটা খেলাতে চাই, তাদের সুযোগ দেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা আমাদের সেরা একাদশ নিয়ে বাকি ম্যাচগুলো খেলব।’

বিশ্বকাপ দলে না থাকার কারণটা বুঝতে পেরেছেন ফ্রেজার-ম্যাগার্ক

আপনজন ডেস্ক: জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্কের অস্ট্রেলিয়ার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে না থাকা নিয়ে অনেকেই কথা বলছেন। অধিনায়ক মিচেল মার্শসহ সবার কথারই মূল সুর এমন—ফ্রেজার-ম্যাগার্ক পারফর্ম করেছেন, তবে অস্ট্রেলিয়া দলে এখন যাঁরা খেলছেন, তাঁদের সবাই পারফর্ম করে যাচ্ছেন। তাই হুট করেই তাঁর দলে ঢোকার সুযোগ নেই। উইলো টক পডাকাস্টে বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়া নিয়ে কথা বলেছেন ফ্রেজার-ম্যাগার্কও। তাঁর কথার সুরও অনেকটা এমনই।
এবারের আইপিএলে ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ৬ ইনিংসে ব্যাট করেছেন। স্ট্রাইক রেট ২৩৩, ফিফটি পেয়েছেন ৩ ম্যাচে। ১৫ বলে ফিফটি করেছেন দুবার। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি খেলা হয়নি।
অস্ট্রেলিয়ার হয়ে যে দুটি ওয়ানডে খেলেছেন, সেখানেও প্রতিভার ছাপ রেখেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে একটি ম্যাচে খেলেন ১৮ বলে ৪১ রানের ইনিংস। কিন্তু এরপরও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১৫ সদস্যের দলে জায়গা পাননি লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটে দ্রুততম সেঞ্চুরির মালিক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক।

নাইট রাইডার্সের বিমান দুর্যোগের কারণে নামতে পারেনি কলকাতায়!

আপনজন ডেস্ক: একবার নয়, কলকাতায় বিমানবন্দরে নামতে গিয়ে দুবার ফিরে যেতে হয়েছে নাইট রাইডার্সের খেলোয়াড়দের বহন করে আনা উড়োজাহাজকে। কলকাতা নাইট রাইডার্সের খেলোয়াড়দের নিয়ে ভাড়া করা বিমানটি এসেছিল লক্ষ্ণৌ থেকে। ৯৮ রানে জেতা ম্যাচ শেষে পরশু লক্ষ্ণৌয়েই থেকে গিয়েছিল তারা। কাল সন্ধ্যায় ভাড়া করা বিমানে করে ফেরার সময় কলকাতার দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণেই এমনটা হয়েছে।
ভারতের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা পৌনে ছয়টায় লক্ষ্ণৌ থেকে রওনা দেয় কেকেআর। কলকাতা গিয়ে প্রথমবার নামতে না পেরে উড়োজাহাজটি চলে যায় আসামের গুয়াহাটিতে। রাত পৌনে নয়টায় খবরটি কলকাতা নাইট রাইডার্স তাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দিয়েছে এভাবে, ‘দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে কেকেআরের ভাড়া করা উড়োজাহাজটি পথ বদলে গুয়াহাটিতে। আমরা এইমাত্র এখানে নামলাম।’ গুয়াহাটিতে উড়োজাহাজটি ঘণ্টাখানেক থাকার পর কলকাতা থেকে খবর যায়, প্রকৃতি শান্ত হয়েছে। তখন আবার কলকাতায় রওনা হয় উড়োজাহাজ। কিন্তু দ্বিতীয়বারও তারা কলকাতায় নামতে পারেনি। কলকাতা নাইট রাইডার্স রাত সোয়া একটায় জানায় সেই খবর,’ গুয়াহাটি থেকে কলকাতায় রাত ১১টায় নামার কথা ছিল। কিন্তু বেশি কয়েকবার চেষ্টা করেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেটি সম্ভব হয়নি। এখন দিক বদলে আমরা বারানসিতে (বেনারস) যাচ্ছি।’

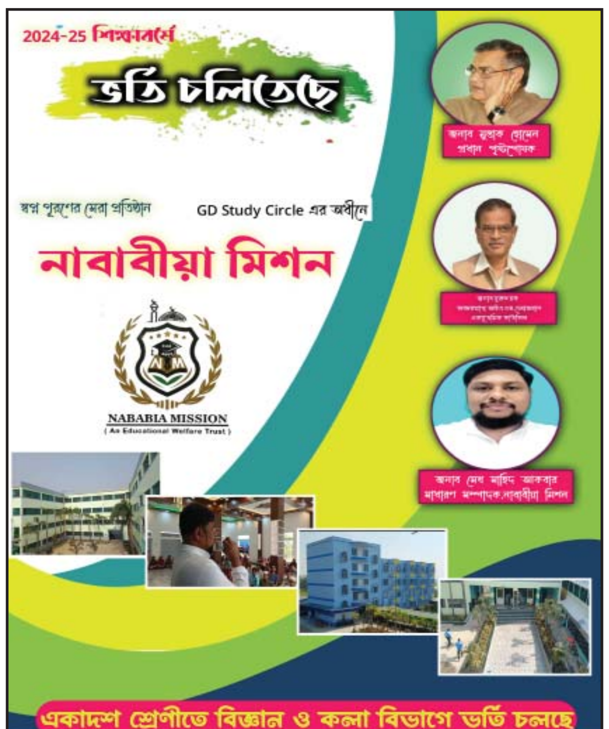

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**